তাহরীর ম্যাগাজিন

বর্ষ ০১ | সংখ্যা ০২ | শাওয়াল-জিলক্বদ ১৪৩৩ | আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১২

মূল্য : ১০ টাকা

"যালিম শাসকের সামনে হক্ব কথা বলা সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ।"

(সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৩৪৪)

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধির বিশ্লেষণ

হে মুসলিমগণ! আপনারা ইসলামের ব্যানার (*রা'য়া*) এবং এর পতাকার (*লিওয়া'*) পরিবর্তে অন্য কোনকিছু গ্রহণ করবেন না, যদিও এ কারণে ক্ষোভে-দুঃখে সাম্রাজ্যবাদী কাফিরদের মৃত্যুও হয়ে যায়!

সূচীপত্র :

■ "যালিম শাসকের সামনে হক্ব কথা বলা সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ।"
(সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৩৪৪) পৃষ্ঠা : ০১

■ হে মুসলিমগণ! আপনারা ইসলামের ব্যানার (*রা'য়া*) এবং এর পতাকার (*লিওয়া*') পরিবর্তে অন্য কোনকিছু গ্রহণ করবেন না, যদিও এ কারণে ক্ষোভে দুঃখে সাম্রাজ্যবাদী কাফিরদের মৃত্যুও হয়ে যায়!

মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোতে বিভিন্ন ধরণের পতাকা ও ব্যানারের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষ করে বিভিন্ন মুসলিম ভূখন্ডে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনসমর্থিত আন্দোলনগুলো সংঘটিত হবার পর। এসব আন্দোলনে কেউ কেউ উত্তোলন করছেন "স্বাধীন" পতাকা, কেউবা প্রচলিত পতাকা কিংবা কেউ বিশেষ কোন পতাকা... পৃষ্ঠা : ০৫

■ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধির বিশ্লেষণ

পৃষ্ঠা : ০৭

অন্যান্য :

- ইফতার মাহ্‌ফিল থেকে রোযাদার মুসলিমদের গ্রেফতার করা ইসলামের প্রতি হাসিনা সরকারের তীব্র ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ পৃষ্ঠা : ০৪
- মিসরের নিরব-নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ মুরসীর গুরুতর অপরাধ পৃষ্ঠা : ০৯
- ইরানের শাসকদের প্রতি *হিযবুত তাহ্‌রীর*, অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে খোলা চিঠি পৃষ্ঠা : ১১
- মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ উপস্থিতি প্রত্যাখান করুন পৃষ্ঠা : ১৩
- পাকিস্তানের দুর্নীতিগ্রস্থ ব্যবস্থা ও অসৎ রাজনীতিবিদদের উৎখাতের আহবান পৃষ্ঠা : ১৪
- বাশার আল আসাদকে রক্ষায় মার্কিন পরিকল্পনা পৃষ্ঠা : ১৫
- সন্ত্রাস দমন আইন মুসলিমদের নিপীড়নের একটি কৌশল পৃষ্ঠা : ১৬
- পাকিস্তানে মার্কিন স্বার্থের পাহাড়াদার, জেনারেল কায়ানীর প্রতি *হিযবুত তাহ্‌রীর*-এর খোলা চিঠি পৃষ্ঠা : ১৭
- *হিযবুত তাহ্‌রীর*, পাকিস্তানের মুখপাত্র নাভিদ বাটকে গুম করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পৃষ্ঠা : ২০

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

"যালিম শাসকের সামনে হক্ব কথা বলা সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ।"

(সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৩৪৪)

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যথার্থ সত্যই বলেছেন যখন তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"এবং যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করেনা, তারাই যালিম"। **[সূরা আল-মা'য়িদাহ্ : ৪৫]**

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত এই আয়াতে বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসন এবং হাসিনা সরকারের এক বাস্তব বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায়। এই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা হচ্ছে একটি যুলুমের শাসনব্যবস্থা এবং হাসিনা সরকার একটি যালিম সরকার :

- ইসলামের আ'ক্বীদায় বিশ্বাসী জনগণের উপর অনৈসলামিক আইন চাপিয়ে দেয়া – একটি যুলুম
- লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাদের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা হতে বঞ্চিত করে, তাদেরকে দারিদ্রের কষাঘাতে জীবন যাপনে বাধ্য করা – একটি যুলুম
- পুঁজিবাদী ও কাগুজে মুদ্রার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে মানুষকে ন্যূনতম অর্থ উপার্জনে জুতার তলা ক্ষয় করিয়ে, এবং তারপর নিত্যপণ্যের উর্ধ্বগতির ধাক্কা সামাল দিতে পকেটের সমস্ত অর্থ নিঃশেষ করে সেই কষ্টের উপার্জনকে মূল্যহীন করে দেয়া – একটি যুলুম
- বৈষম্যমূলক এক শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করে সন্তানের ডিগ্রি অর্জন করাতে পিতা-মাতার শেষ সম্বল নিঃশেষ করা, এবং তারপর চাকুরীর সুযোগ না দিয়ে লাখ লাখ 'শিক্ষিত বেকার' গড়ে তোলা – একটি যুলুম
- সম্মানজনক কাজের সুযোগ তৈরি না করে মানুষকে রিকশা চালানোর মতো কঠোর কায়িক শ্রমের দিকে ঠেলে দেয়া – একটি যুলুম
- জনগণের সম্পদকে বেসরকারীকরণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নামে কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্লান্ট প্রকল্প করে একদিকে দফায় দফায় বিদ্যুতের দাম বাড়ানো এবং অপরদিকে ন্যূনতম আধাবেলা বিদ্যুতের সরবরাহ না করে মানুষকে গ্রীষ্মের দাবদাহে ঝলসানো – একটি যুলুম
- অন্যায়ভাবে ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগার ভর্তি করা এবং তারপর জনগণের সেই কষ্টের টাকা লুটপাট করা – একটি যুলুম
- হাসিনা এবং তার সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সমালোচনাকারী জনগণকে নানাভাবে হয়রানী, গ্রেফতার, গুপ্ত অপহরণ এবং নির্যাতন করা – একটি যুলুম

- গুপ্তচরবৃত্তির নেটওয়ার্ক তৈরি করে তা জনগণের পেছনে লেলিয়ে দিয়ে মানুষকে যুলুম ও নির্যাতনের ভয়ে আতংকিত রাখা – একটি যুলুম
- ইসলামের দাওয়াহ্ বহনকারীদের হয়রানী, গ্রেফতার, গুপ্ত অপহরণ ও নির্যাতন – একটি যুলুম
- সেনাঅফিসারদের হত্যা করা (হাসিনা কর্তৃক পিলখানায় সংঘটিত) এবং গ্রেফতার, গুপ্ত অপহরণ ও বরখাস্তের মাধ্যমে সেনাবাহিনীতে একটি ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে কোন সেনাঅফিসার যেন ইসলাম এবং জাতীয় স্বার্থের পক্ষে অবস্থান নেয়ার সাহস না করে – যা সরকারের যুলুমের আরেকটি নমুনা

হে মুসলিমগণ!

এ ছিল ক্রুসেডার আমেরিকা ও তার মিত্রদের দালাল হাসিনা সরকার এবং বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কর্তৃক আপনাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অগণিত যুলুমের মধ্য হতে সামান্য কিছু তালিকা মাত্র। এ রকম পরিস্থিতিতে আপনাদের দায়িত্ব কী? করণীয় কী? এরপরও কী আপনারা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন, নিজের ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণেই ব্যস্ত থাকবেন? কিংবা সবকিছুকে তক্‌দির ভেবে এবং কিছুই করার নেই বলে চুপচাপ দিনের পর দিন অতিবাহিত করবেন? নাকি আগামী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন যাতে ক্রিমিনাল গণতান্ত্রিক শাসনের আরেক চেহারা, বিএনপি জোটকে – যারাও ক্রুসেডার আমেরিকা ও তার মিত্রদের দালাল – ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনবেন যাতে তারাও ক্ষমতায় গিয়ে একই যুলুম জারি রাখতে পারে? নাকি অপেক্ষা করবেন সেই দিনের যখন আমেরিকা ও তার মিত্ররা আওয়ামী লীগ ও বিএনপির প্রতি আপনাদের চরম হতাশাকে উপলব্ধি করবে এবং তার ফায়দা লুটে নাগরিক সমাজ ও সেনাবাহিনীর ভেতর তাদের প্রতিষ্ঠিত দালালদের ক্ষমতায় বসাবে, আর তখন আপনাদের জীবন নিয়ে নিষ্ঠুর খেলা দেখা ছাড়া আপনাদের আর কিছুই করার থাকবে না?

যদি আপনারা উপরের কোন একটা করেন এবং যুলুমের গণতান্ত্রিক শাসন ও যালিম হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে চুপ থাকেন, তাহলে শুনুন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র এই বক্তব্য,

"এবং সেই ফিতনাকে (আযাব, শাস্তি, দুর্দশা) ভয় করো যা শুধুমাত্র যালিমদের উপরই পতিত হয় না (বরং ভাল-মন্দ সবাই এর দ্বারা আক্রান্ত হয়); এবং মনে রেখ আল্লাহ্'র আযাব অত্যন্ত কঠোর"। **[সূরা আল-আনফাল : ২৫]**

এবং শুনুন রাসূল (সাঃ) এর এই বক্তব্য,

"যদি কোন জনগণ অত্যাচারীর অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে এবং তাকে হাত দ্বারা প্রতিহত না করে তাহলে আল্লাহ্ তাদের সবাইকে একসাথে শাস্তি দিবেন।" *(আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ্ হতে বর্ণিত)*

ভুলে যাবেন না, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য ভুমিকম্প কিংবা অনুরূপ কোন ভয়ংকর আযাব প্রেরণ করা কঠিন কোন কাজই নয় যা চোখের পলকে আপনাদের রাজধানীকে বিলিন করে দিবে। সুতরাং আমরা, ***হিযবুত তাহ্‌রীর***, আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি, আল্লাহ্'র সেই গযব আগমণের পূর্বে এই যালিম সরকারের টুঁটি চেপে ধরুন ও একে প্রতিহত করুন, নতুবা ভয়ংকর সেই শাস্তির দিনে নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে, পাগলের মতো দিগ্বীদিক ছুটতে হবে, প্রিয়জনের চিরতরে দুনিয়া ত্যাগ অবলোকন করতে হবে।

আমরা ফির'আউনের দরবারের এক ঈমানদারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আপনাদের নিকট উপস্থাপন করতে চাই,

"ফির'আউন বলল: আমাকে ছেড়ে দাও আমি মুসাকে হত্যা করে ফেলি, ডাকুক সে তার রবকে! আমার আশংকা সে তোমাদের গোটা জীবনব্যবস্থাই পাল্টে দেবে এবং যমীনেও নানারকম বিপর্যয় ঘটাবে"।
[সূরা মু'মিন : ২৬]

"এবং এক মু'মিন ব্যক্তি যে ছিল স্বয়ং ফির'আউনের গোত্রেরই লোক যে তার ঈমানকে এতদিন লুকায়িত রেখেছিল, বলল: "তোমরা কি শুধু এ জন্যেই একজন মানুষকে হত্যা করতে চাও, কারণ সে বলে: 'আল্লাহ্ আমার রব', অথচ সে তোমাদের রবের কাছ থেকে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণসহই তোমাদের কাছে এসেছে?" **[সূরা মু'মিন : ২৮]**

এ ছিল আপনাদের অনুসরণ করার জন্য উপযুক্ত কর্মপন্থা। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুর'আনে সম্পূর্ণ এক সূরাই নাযিল করেছেন – সূরা মু'মিন – সেই ঈমানদারের নামে, যে পৃথিবীর সমস্ত যালিমদের যালিম, ফির'আউন, যার যুলুমের লোমহর্ষক কাহিনী আজও দিবালোকের মতোই মানুষ স্মরণ করে শিউরে উঠে, তার সামনে দাড়িয়ে তাকে নির্ভয়ে জবাবদিহী করেছে। আমরা না ফির'আউন কিংবা তার সমকক্ষ কোন যালিমের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি বরং, আমরা এমন এক যালিমের (হাসিনা) বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি যে ফির'আউনের তুলনায় শুধু তুচ্ছই নয় বরং বালিকা।

মুসলিম বিশ্বের কতিপয় যালিম শাসকবৃন্দ

হে মুসলিমগণ!

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ), যার প্রতি আপনাদের অগাধ ভালবাসার তুলনায় আপনাদের জীবন, সম্পদ এমনকি পৃথিবীর যে কোন কিছুকে আপনারা তুচ্ছ মনে করেন, সেই রাসূল (সাঃ), আপনাদেরকে **'সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ'**- করার আদেশ দিয়েছেন।

"সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা সৎকাজে আদেশ কর এবং অসৎকাজে বাধা দাও নতুবা অচীরেই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তোমাদের উপর আযাব প্রেরণ করবেন, আর তখন তোমরা আল্লাহ্'র নিকট সাহায্যের প্রার্থনা করবে কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল হবে না।" *(তিরমিযি হতে বর্ণিত)*

রাসূল (সাঃ) এর এই বক্তব্যের দিকে একটু লক্ষ্য করুন; তিনি (সাঃ) আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কসম দিয়ে বলছেন যদি আপনারা – **'সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের (মুনকার) নিষেধ'** – এ কাজটি না করেন তাহলে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাদের কোন দোয়াই কবুল করবেন না। আর তাঁর (সাঃ) এ বাণী কতই না সঠিক। বাস্তবতা কী এটা নয় যে প্রতিনিয়তই আপনাদের সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা বেড়েই চলেছে, অথচ প্রতিদিন ৫ওয়াক্ত নামাযের এমন কোন ওয়াক্ত নেই কিংবা তার চেয়েও বেশীবার আপনারা মোনাজাতে বলছেন, "রাব্বানা আ'তিনা ফীদ্‌দুনিয়া হাসানাতান," হে আমাদের প্রভু! আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধশীল করুন?

আপনাদের মধ্যে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশের কোন সুযোগ নেই যে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ, একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক কাজ যা আপনাদের একে অপরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আর আপনারা শাসকদের এর বাইরে রাখবেন। কারণ ইসলাম হচ্ছে এমন একটি রাজনৈতিক জীবনব্যবস্থা যার মধ্যে শাসনব্যবস্থা এবং শাসকও অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং মুহাম্মদ (সাঃ) পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট ভাষায় এ বিষয়কে আমাদের সামনে পরিষ্কার করে গেছেন যে, যালিম শাসকের অত্যাচারী হাতকে প্রতিহত করতে হবে এবং তাকে সৎকাজের আদেশ করতে হবে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখতে হবে।

"আল্লাহ্'র কসম, তোমরা অবশ্যই সৎকাজে আদেশ করবে এবং অসৎকাজে বাধা দিবে, এবং যালিম শাসকের অত্যাচারী হাতকে প্রতিহত করবে, এবং তাকে বাধ্য করবে সত্য (ইসলাম) প্রতিষ্ঠায় এবং সত্যের (ইসলাম) মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে।" *(আবু দাউদ এবং তিরমিযি হতে বর্ণিত)*

এবং রাসূল (সাঃ) এ কাজকে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলেছেন। জিহাদ হচ্ছে দ্বীনের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আমল এবং রাসূল (সাঃ), যালিম শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে হক্ব কথা বলাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলেছেন।

"যালিম শাসকের সামনে হক্ব কথা বলা সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ।"
(আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ্ হতে বর্ণিত)

তাছাড়া এ কাজ করার কারণে যে ব্যক্তিকে যালিম শাসক হত্যা করবে, ঐ ব্যক্তিকে রাসূল (সাঃ) শহীদদের সর্দার হিসেবে উল্লেখ করেছেন, এমনকি ঐ ব্যক্তিকে রাসূল (সাঃ) শহীদদের সর্দার হামযা (রা.) এর সাথে তুলনা করেছেন।

"শহীদদের সর্দার হামযা, এবং ঐ ব্যক্তি যে যালিম শাসকের সামনে হক্ব কথা বলে এবং শাসক তাকে হত্যা করে।" *(আল-হা'কীম হতে বর্ণিত)*

আর কিছু কী বলার প্রয়োজন আছে? কারণ, হুকুম চূড়ান্ত ও স্বতঃসিদ্ধ, এ কাজের মর্যাদা খুবই উঁচু এবং এ কাজের পুরষ্কার যেমন ব্যাপক ঠিক তেমনি এ কাজে অবহেলার পরিণতি তেমনি ভয়ংকর।

হে ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ!

যে দায়িত্ব সাধারণ মানুষের উপর বর্তায় তা একইভাবে আপনাদের উপরও বর্তায় বরং এমনকি সাধারণ মানুষের তুলনায় আপনাদের উপর বেশী বর্তায়। সাধারণ মানুষের মতোই রাসূল (সাঃ), যার প্রতি আপনাদেরও অগাধ ভালবাসার তুলনায় আপনাদের জীবন, সম্পদ, এমনকি পৃথিবীর যে কোন কিছুকে আপনারা তুচ্ছ মনে করেন, সেই রাসূল (সাঃ), আপনাদের আদেশ করেছেন যাতে মুনকারকে অপসারণ করতে আপনারা আপনাদের হাতকে (শক্তি-সামর্থ্য) ব্যবহার করেন।

"তোমাদের মধ্যে যখন কেউ অসৎ কাজ প্রত্যক্ষ করো, তখন তাকে হাত দ্বারা বাধা দাও, এবং যদি তা করতে না পারো তাহলে মুখ দ্বারা তার প্রতিবাদ করো এবং যদি তাও না পারো তাহলে অন্তরে ঘৃণা করো এবং এটা হচ্ছে ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।" *(মুসলিম হতে বর্ণিত)*

নিশ্চয়ই গণতান্ত্রিক শাসন ও হাসিনা সরকার হচ্ছে আপনাদের সামনে সবচেয়ে বড় মুনকার। এবং এতে কোন সন্দেহ নাই যে আপনাদের সেই সামর্থ্য রয়েছে যেখানে আপনারা এই মুনকারের বিরুদ্ধে আপনাদের হাতকে ব্যবহার করতে পারেন। বস্তুগত যে সামর্থ্য আপনারা ধারণ করেন তা দিয়ে খুব সহজেই গণতান্ত্রিক শাসন ও সেনাঅফিসারদের হত্যাকারী, শেখ হাসিনাকে ছুঁড়ে ফেলা যায়। সুতরাং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট আপনাদের জবাবদিহিতা সবচেয়ে বেশি। মুখে কিছু প্রতিবাদের ভাষা বলে কিংবা অন্তরে ঘৃণা করে, এ পাপ মোচন হবে না; এটা না বললেই নয় যে, ইহা ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর। সুতরাং ***হিযবুত তাহ্‌রীর***-কে নুসরাহ্ প্রদানে আপনারা এগিয়ে আসুন, যুলুমের শাসন এবং যালিম হাসিনা সরকারকে অপসারণ করে ছুঁড়ে ফেলুন এবং খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করুন।

"আল্লাহ্'র কসম, তোমরা অবশ্যই সৎকাজে আদেশ করবে এবং অসৎকাজে বাধা দিবে, এবং যালিম শাসকের অত্যাচারী হাতকে প্রতিহত করবে, এবং তাকে বাধ্য করবে সত্য (ইসলাম) প্রতিষ্ঠায় এবং সত্যের (ইসলাম) মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে।" (আবু দাউদ এবং তিরমিযি হতে বর্ণিত).

হে মুসলিমগণ! হে ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ!

একমাত্র খিলাফত, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত শাসনব্যবস্থা ফিরিয়ে এনে, আপনাদের উপর চলে আসা এতদিনের যুলুমের চির সমাপ্তি ঘটাবে। খিলাফত একমাত্র ব্যবস্থা যা জনগণের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করে, সম্মানজনক চাকুরির নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবা প্রাপ্তিকে জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতকে বেসরকারীকরণ করে তার চড়া দামের বোঝা জনগণের উপর চাপিয়ে দেয় না, কারণ এর আসল মালিকানা জনগণের। খিলাফত কোন অন্যায় ট্যাক্সের বোঝা জনগণের ঘাড়ে চাপায় না, যেমন ভ্যাট, যার সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী সাধারণ গরীব জনগণ। খিলাফত জনগণের সম্পদ লুটপাট করে না, কিংবা লুটেরাদের প্রশয় দিয়ে রাজনীতিতে নামার সুযোগও দেয় না। খিলাফত জনগণের পিছনে গোয়েন্দাগিরি করে না, কিংবা জনগণকে গুপ্ত অপহরণ ও নির্যাতন করে না। সাম্রাজ্যবাদী শত্রুদের স্বার্থহাসিলে নিজের সেনাঅফিসারদের হত্যা করে না।

কুফর গণতান্ত্রিক শাসন এবং যালিম হাসিনা-খালেদার হাত থেকে মুক্তির একপথ খিলাফত। সুতরাং সকল ভয়-ভীতিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, যুলুম ও যালিমদের বিরুদ্ধে এক ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক সংগ্রামের সূচনা করে, খিলাফত প্রতিষ্ঠায় দ্রুত অগ্রগামী হউন। আমরা আপনাদের বলছি, এই শাসকগোষ্ঠী, সরকার কিংবা হাসিনাকে ভয় করবার কোন যৌক্তিকতা নেই। আপনারা নিজেদের জীবন, প্রিয়জন কিংবা জীবিকা এবং হয়রানী, গ্রেফতার কিংবা গুপ্ত অপহরণ নিয়ে যে ভয় অন্তরে পোষণ করেন তা কেবল অভিশপ্ত শয়তানের এক ধোঁকা মাত্র।

"এ হচ্ছে শয়তান যে তোমাদের তার আউলিয়াদেরকে (অনুসারী ও বন্ধু) ভয় করতে বলে, সুতরাং তাদের ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় করো, যদি তোমরা মু'মিন হও।" **[সূরা আলি-ইমরান : ১৭৫]**

আপনাদের আরব বিশ্বের ভাইদের কাজ থেকে শিক্ষা ও প্রেরণা গ্রহণ করুন যারা ভয়-ভীতির প্রাচীরকে অতিক্রম করে একের পর এক যালিম শাসককে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। বন্দুকের নল কিংবা বুলেট, ট্যাংক কিংবা যুদ্ধবিমান সবকিছুই আজ যালিমদের রক্ষায় অর্থহীন হয়ে পড়েছে। এটাই হচ্ছে যালিমদের এবং যুলুমের শাসনের প্রকৃত চরিত্র; ফুঁসে উঠা জনরোষের উত্তাল সমুদ্রের কাছে তারা খুবই দুর্বল ও নগণ্য। আপনারা যদি আপনাদের শক্তি ও সাহসকে এক করে রাজপথে নেমে আসেন তাহলে এই যুলুমের শাসনের অবসান ঘটবে এবং হাসিনা ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা হয় বেন আলীর মতো

...০৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রেস বিজ্ঞপ্তি: *হিযবুত তাহ্‌রীর*, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

ইফতার মাহ্‌ফিল থেকে রোযাদার মুসলিমদের গ্রেফতার করা ইসলামের প্রতি হাসিনা সরকারের তীব্র ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ

গত ১২-০৮-২০১২ সন্ধ্যায়, সরকার ঢাকার একটি রেষ্টুরেন্টে ইফতার মাহফিল থেকে ***হিযবুত তাহ্‌রীর***-এর ৩৫ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে। এসব মেধাবী মুসলিম তরুণরা, একে অপরের সাথে ইফতার ভাগাভাগি করে আল্লাহ্'র অফুরন্ত রহমতের আশায় সেদিন একত্রিত হয়েছিল, একত্রিত হয়েছিল রমযান মাসের গুরুত্ব এবং এ মহান মাসে নাযিলকৃত পবিত্র কুর'আনের মহত্ব নিয়ে আলোচনা করার জন্য। এই তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকারের তা সহ্য হয়নি। হাসিনা সরকার আল্লাহ্'র বাণী নিয়ে যেকোন প্রকার আলোচনাকে প্রচন্ড ঘৃণা করে। শুধুমাত্র এই সপ্তাহে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা ৪০,০০০ গুপ্তচর নিয়োগ করবে, বিভিন্ন মসজিদের সম্মানিত খতীব সাহেবদের বক্তব্য নজরদারি করার জন্য। তাছাড়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘোষণা দিয়েছে যে, তারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ করে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামিক কার্যক্রম দমন করার জন্য নজরদারি বাড়াবে। সুতরাং, ইফতার অনুষ্ঠান হতে রোযাদার মুসলিমদের গ্রেফতার করার নীতি, আল্লাহ্'র ঘর পবিত্র মসজিদে গুপ্তচর নিয়োগ করার নীতি এবং এরকম আরো অনেক ঘৃণ্য ও ন্যাক্কারজনক কর্মকান্ড থেকে হাসিনা সরকার যে কী প্রচন্ড ইসলাম বিদ্বেষী তা প্রকাশ পায়।

তথাপী, সরকার যদি মনে করে, তাদের এসব ঘৃণ্য নীতি মুসলিমদের কণ্ঠ রুদ্ধ করার জন্য যথেষ্ঠ তাহলে তারা বোকার স্বর্গে বসবাস করছে। মুসলিম উম্মাহ্ ইতিমধ্যে যালিম শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়েছে, মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রে আজ এই সংগ্রাম চলছে এবং তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে এবং ইনশা'আল্লাহ্ অচীরেই তা হাসিনার দ্বার গোড়ায় এসে পৌছাবে। আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) এর এই বাণী মুসলিমদেরকে প্রতিনিয়ত সংগ্রামের অনুপ্রেরণা জাগাচ্ছে, **"যালিম শাসকের সামনে হক্ব কথা বলা সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ।"** *(আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ্ হতে বর্ণিত)*। সুতরাং, দমন-নিপিড়ন যতই কঠোর থেকে কঠোরতর হোক না কেন, ***হিযবুত তাহ্‌রীর,*** বাংলাদেশের নেতা-কর্মীরা যালিম শাসকের বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়েই যাবে, ইন্‌শা'আল্লাহ্ এবং বৃহত্তর সমাজের ব্যাপক সমর্থন তাদের পক্ষে। পুরো রমযান মাস জুড়ে ***হিযবুত তাহ্‌রীর*** সমাজের সর্বস্তরের জনগণের একটি বিশাল সংখ্যাকে এই শ্রেষ্ঠ জিহাদের দিকে আহ্বান করেছে, তাদেরকে প্রস্তুত করেছে এতে অংশগ্রহণের জন্য এবং জনগণ এতে ব্যাপক সাড়া দেয়। যেখানেই সরকারী বাহিনী সংগঠনের সদস্যদের কার্যক্রমে বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করেছে, সেখানেই জনগণ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। সরকার জানে যে উম্মাহ্'র সম্মুখে সংগঠনের কার্যক্রম থামানো কিংবা কোন সদস্যকে গ্রেফতার অসম্ভব এবং এজন্য তারা পেছনের দরজার আশ্রয় নিয়েছে, বিভিন্ন বক্তব্যের আশ্রয় নিয়েছে যেমন আমরা গোপনসুত্রে খবর পেয়ে অমুককে কিংবা অমুক সংখ্যক নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেছি। ***হিযবুত তাহ্‌রীর***-এর প্রতি জনগণের ব্যাপক সমর্থন এবং এর ক্রমাগত উত্থান দেখে সরকারের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। এজন্য তারা ইফতার বৈঠকের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃতি ও দমনের স্টালিনিষ্ট রাষ্ট্রের কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। সরকারের এসব তুচ্ছ কৌশল কোন কাজেই আসবে না, সত্য প্রতিষ্ঠিত এবং মিথ্যা দূরীভুত হবেই।

"এবং বলুন: সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হতেই হবে।" **[সূরা বনী ইসরাঈল : ৮১]**

***হিযবুত তাহ্‌রীর-এর* মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ**
২৬ রমজান, ১৪৩৩ হিজরী
১৪ আগস্ট, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

...০৩ পৃষ্ঠার পর থেকে

"যালিম শাসকের সামনে হক্ব কথা বলা সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ..."

বিমান যোগে পালাবার রাস্তা খুঁজবে কিংবা গাদ্দাফীর মতো ড্রেণের ময়লার পাইপে গিয়ে লুকানোর চেষ্টা করবে কিংবা গ্রেফতার ও বিচারের ভয়ে অসুস্থ হয়ে মুবারকের মতো কোমায় চলে যাবে, অথচ এরা সবাই এ যুগের ফির'আউন। সুতরাং একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে ভয় করুন, এবং ***হিযবুত তাহ্‌রীর***-এর পাশে দাঁড়িয়ে, বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসন ও যালিম সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে হক্ব কথা বলা শুরু করুন।

"তোমরা নিজেদের মর্যাদাকে খাটো করো না। তারা বলল: হে আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ), কিভাবে আমাদের একজন নিজেকে খাটো করে? তিনি (সাঃ) বললেন: যখন সে আল্লাহ্ সম্পর্কিত এমন কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করে যে বিষয়ে তার হক্ব কথা বলা প্রয়োজন কিন্তু সে তা বলে না, সুতরাং আল্লাহ্ (আয্‌যা ওয়া জাল্লা) কিয়ামত দিবসে তাকে বলবেন: এরুপ এবং এরুপ বিষয়ে কিছু বলা থেকে কোন জিনিস তোমাকে বিরত রাখলো? উত্তরে সে বলবে: ভয়। তখন আল্লাহ্ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা বলবেন: অথচ আমি একমাত্র ভয়ের যোগ্য, আমাকেই তোমার যথাযথ ভয় পাওয়া উচিত।"
(হাদিস কুদ্‌সি, ইবনে মাজাহ্ হতে বর্ণিত)

"হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং হক্ব কথা বলো। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তোমাদের কর্মকে শুদ্ধ করবেন এবং তোমাদের গুণাহ্ সমুহ মাফ করবেন। এবং যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলো, সে প্রকৃতপক্ষে এক বিশাল সাফল্য লাভ করলো।"
[সূরা আল-আহ্‌যাব : ৭০-৭১]

২৯ শা'বান, ১৪৩৩ হিজরী
১৯ জুলাই, ২০১২ খ্রীস্টাব্দ

হে মুসলিমগণ! আপনারা ইসলামের ব্যানার (*রা'য়া*) এবং এর পতাকার (*লিওয়া'*) পরিবর্তে অন্য কোনকিছু গ্রহণ করবেন না, যদিও এ কারণে ক্ষোভে-দুঃখে সাম্রাজ্যবাদী কাফিরদের মৃত্যুও হয়ে যায়!

মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোতে বিভিন্ন ধরণের পতাকা ও ব্যানারের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষ করে বিভিন্ন মুসলিম ভূখন্ডে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনসমর্থিত আন্দোলনগুলো সংঘটিত হবার পর। এসব আন্দোলনে কেউ কেউ উত্তোলন করছেন "স্বাধীন" পতাকা, কেউবা প্রচলিত পতাকা কিংবা কেউ বিশেষ কোন পতাকা...

এদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিবর্গ এক পতাকাকে অন্য পতাকার উপর প্রাধান্য দিয়েছে একথা ভেবে যে তারা শারী'আহ্ লঙ্ঘন করছে না ...আবার কোন কোন ব্যক্তিবর্গ জনগণকে একথা বলে বিভ্রান্ত করছে ও ভয় দেখাচ্ছে যে ইসলামের পতাকা উত্তোলন পশ্চিমা কাফিরদের ক্রোধ উদ্রেগের কারণ হতে পারে...! আর অন্যরা স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে এমন পতাকা উত্তোলনে সংগ্রাম করছে যা শারী'আহ্'র সুস্পষ্ট লঙ্ঘন, যেমন: তারা একটি ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের দিকে জনগণকে আহ্বান করছে...এবং এরকম আরও ঘটনা ঘটছে।

যারা ভাবছে যে তাদের বাহিত পতাকা শারী'আহ্'র সাথে সাংঘর্ষিক নয় তাদের জন্য বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার; যেন তারা সত্য বিষয়টি জানার পর তাদের পতাকা ত্যাগ করে ইসলামের পতাকা উত্তোলন করতে পারে...এবং যারা কাফিরদের ক্রোধ উদ্রেগের ভয়ে ভীত তাদের জন্য বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার; যেন তাদের অন্তর থেকে মৃত্যুভয় চিরতরে দূরীভুত হয়, কারণ ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত মানুষের অন্তর সাম্রাজ্যবাদী কাফিরদের ক্রোধ উদ্রেগের ভয়ে ভীত হয় না, এমনকি তারা যদি এ ক্রোধের কারণে মৃত্যুমুখে পতিতও হয় তবুও না...আর সেই সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের সাহায্যকারী যারা শারী'আহ্ ব্যানারের বিরুদ্ধে দিনরাত যুদ্ধ করে যাচ্ছে তাদেরকে সতর্ক করার জন্যও বিষয়টি ব্যাখ্যা করা দরকার।

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ

"...যে ধ্বংস হবে (সত্যকে অস্বীকার করার কারণে) সে যেন সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবার পর ধ্বংস হয়, আর যে জীবিত থাকবে (অর্থাৎ, বিশ্বাসীগণ) সে যেন সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবার পরই জীবিত থাকে।" **[সূরা আনফাল : ৪২]**

ইসলামী রাষ্ট্র "খিলাফত"এর নিজস্ব পতাকা (*লিওয়া*) ও ব্যানার (*রা'য়া*) ছিল। রাসূল (সাঃ) মদীনা আল-মুনাওওয়ারাতে প্রথম যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে সময়কার প্রাপ্ত দলিল-প্রমাণ থেকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করা হয়েছে। এ দলিল-প্রমাণগুলো নিম্নরূপ:

১. বস্তুতঃ পতাকা (*লিওয়া*) এবং ব্যানার (*রা'য়া*) এ দুটো শব্দেরই ভাষাগত অর্থ হল পতাকা (*'আলম*)। আরবী প্রখ্যাত অভিধান কামুস আল-মুহীত এ প্রাপ্ত অর্থানুযায়ী: "এবং ব্যানার (*রায়া*) শব্দের অর্থ হল পতাকা (*'আলম*) এবং এর বহুবচন হল ব্যানারসমূহ (*রায়াত*)" এবং পতাকা (*লিওয়া*) শব্দের অর্থ হল পতাকা এবং এর বহুবচন হল পতাকাসমূহ (*আল-ওয়িয়য়াহ*)।" হুকুম শারী'আহ্ এ দুটো শব্দেরই অর্থ ব্যাখ্যা করেছে এবং এ শব্দগুলোর শারী'আহ্ অর্থ নিম্নরূপ:

<u>পতাকা (*লিওয়া*) হল সাদা,</u> যার উপর কালো রঙে অঙ্কিত থাকবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। এ পতাকা সেনাবাহিনী প্রধান বা সেনা কমান্ডার কর্তৃক উত্তোলিত হবে। এ পতাকাটি লম্বা একটি খুঁটির শেষ প্রান্তে বাঁধা থাকবে এবং এর সাথে পেঁচানো থাকবে। এ পতাকা সেনাবাহিনী প্রধান বা কমান্ডারের নিকট অর্পন করার দলিল নিম্নরূপঃ

أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض

"রাসূল (সাঃ) মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং তার পতাকা ছিল সাদা।"
(যাবির হতে ইবনে মাজাহ্ কর্তৃক বর্ণিত)

এছাড়া, আন-নিসাঈ-তে বর্ণিত আছে যে,

أنه صلى الله عليه و سلم حين أمَّر أسامة بن زيد على الجيش ليغزو الروم عقد لواءه بيده

"যখন আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য জন্য উসামা বিন যায়িদকে সেনা কমান্ডার নিযুক্ত করেছিলেন, তখন তিনি নিজ হাতে একটি পতাকা (*লিওয়া*) উত্তোলন করেছিলেন।"

আর, **<u>ব্যানার (*রা'য়া*) হল কালো,</u>** যার উপর সাদা রঙে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" অঙ্কিত থাকবে। এ ব্যানার সেনাবাহিনীর কমান্ডারগণ, সেইসাথে সকল ব্যাটেলিয়ান, কোম্পানী এবং অন্যান্য ইউনিটকে প্রদান করা হবে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় খাইবার যুদ্ধের দলিল-প্রমাণ থেকে, কারণ এ যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) নিজে সেনা কমান্ডার ছিলেন:

لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ...فأعطاها علياً رضي الله عنه

"আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে ব্যানার দেব যার হাতে আল্লাহ্ বিজয় দেবেন, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ্ ও

তাঁর রাসূলও তাকে ভালোবাসেন.... এবং তারপর তিনি আলীর হাতে তা দিলেন, আল্লাহ্ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হন। *(সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত)*

এখানে আলী (রা.) রেজিমেন্ট বা ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডার হিসাবে বিবেচিত হয়েছেন ।

আবার, একইভাবে হারিস বিন হাস্‌সান আল বকরী কর্তৃক বর্ণিত হাদিস থেকে দেখা যায়, যেখানে তিনি বলেছেন:

قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، "فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَبِلَالٌ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَقَلِّدٌ السَّيْفَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "، وَإِذَا رَايَاتٌ سُودٌ، وَسَأَلْتُ مَا هَذِهِ الرَّايَاتُ؟ فَقَالُوا: عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ»

"একবার আমরা মদীনায় পৌঁছালাম এবং আল্লাহ'র রাসূল (সাঃ)কে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল বিলাল (রা.) এবং ছিল কিছু কালো ব্যানার। (আমরা) জিজ্ঞেস করলাম, এ ব্যানারগুলো কিসের? তারা বললো: 'আমর ইবনুল 'আস যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরেছেন।" *(হাদিসটি আহ্‌মদ হতে বর্ণিত)*

সুতরাং, এখানে **"এবং কিছু কালো ব্যানার"** - এ কথার অর্থ হল সেখানে একাধিক বা বেশকিছু সংখ্যক ব্যানার (*রা'য়াত*) ছিল, যেগুলো সেনাপ্রধান, ব্যাটেলিয়ানের প্রধান এবং সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের প্রধানদের হাতে ছিল। বর্ণনা হতে দেখা যায় যে, এসময় সেনাপ্রধান ছিলেন একজন এবং তিনি হলেন 'আমর ইবনুল আস (রা.) যার হাতে পতাকা (*লিওয়া*) প্রদান করা হয়েছিল। সুতরাং, পতাকা (*লিওয়া*) শুধুমাত্র সেনাবাহিনী প্রধানের হাতেই প্রদান করতে হবে। আর, ব্যানারসমূহ সেনাবাহিনীর অন্যান্য বিভাগসমূহের মাঝে প্রদান করা হবে।

২. পতাকা (*লিওয়া*) সেনাবাহিনী প্রধানকে প্রদান করা হবে এবং এটা তার পদমর্যাদা ও ক্ষমতার প্রতীক এবং তার প্রধান কার্যালয়ে স্থাপন করা হবে। আর যুদ্ধক্ষেত্রে, যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী সেনা কমান্ডার, হতে পারে তিনি সেনাপ্রধান কিংবা আমীর কর্তৃক নিযুক্ত কোন কমান্ডার, তিনি যুদ্ধচলাকালীন সময় যুদ্ধের ময়দানে ব্যানার (*রা'য়া*) বহন করবেন। এসব কিছু বিবেচনা করে রা'য়াকে "যুদ্ধের জননী" বলা হয়ে থাকে কারণ যুদ্ধচলাকালীন সময় এটি ময়দানের সেনা কমান্ডার বহন করে থাকেন... আনাস (রা.) থেকে আল-বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সাঃ) যুদ্ধক্ষেত্রে যায়িদ (রা.), জা'ফর (রা.) এবং ইবন রাওয়াহা (রা.)'র এর মৃত্যুর খবর মদীনাতে পৌঁছানোর পূর্বেই তাদের মৃত্যুর ঘোষণা দিলেন এবং বললেন:

أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب

"যায়িদ ব্যানার হাতে নিল এবং নিহত হল, তারপর জা'ফর তা নিল এবং নিহত হল এবং তারপর ইবন রাওয়াহা তা তুলে নিল এবং সেও নিহত হল।"

এছাড়া, শত্রুপক্ষের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হবার সময়, যদি যুদ্ধের ময়দানের সেনা কমান্ডার স্বয়ং খলিফা হন, তাহলে ময়দানে শুধুমাত্র ব্যানার (*রা'য়া*) উত্তোলন না করে এর সাথে পতাকা (*লিওয়া*) উত্তোলন করা যেতে পারে। সীরাত ইবন হিশামে বদর যুদ্ধের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, বদর যুদ্ধে পতাকা এবং ব্যানার উত্তোলন করা হয়েছিল... শান্তি চলাকালীন সময়ে, কিংবা যুদ্ধের পর, সেনাবাহিনীর বিভিন্ন বিভাগ, ব্রিগেড ও ইউনিট কর্তৃক ব্যানার উত্তোলন করা হবে... যেভাবে, হারিছ ইবন হাস্‌সান আল বাকরী'র 'আমর ইবনুল 'আস এর বাহিনী সম্পর্কিত হাদিসটিতে বর্ণিত হয়েছে।

৩. পতাকা (*লিওয়া*) একটি বর্শার সাথে বাঁধা থাকবে এবং এর সাথে পেঁচানো থাকবে। সেনাবাহিনীর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে এটি সেনা কমান্ডারকে প্রদান করা হবে। সুতরাং, এটি প্রথম বাহিনী, কিংবা দ্বিতীয় বাহিনী, কিংবা তৃতীয় বাহিনীর কমান্ডারকে প্রদান করা হবে... কিংবা, এটি শাম, ইরাক ও ফিলিস্তিন-এর বাহিনী, কিংবা, হোমস, আলেপ্পো ও বৈরুত-এর বাহিনীকে প্রদান করা হবে... কিংবা, এভাবেই সেনাবাহিনীর নামের ভিত্তিতে প্রদান করা হবে। সাধারণত: পতাকা একটি বর্শার শেষ প্রান্তে এর সাথে পেঁচানো থাকবে অর্থাৎ, এটি খোলা বা উম্মুক্ত অবস্থায় থাকবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এটি উম্মুক্ত রাখার কোন প্রয়োজন হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, খলীফার বাসভবনের উপর এটি উত্তোলিত থাকবে তার গুরুত্ব বা মর্যাদা বোঝানোর খাতিরে। একই কথা প্রযোজ্য হবে শান্তির সময় সেনাবাহিনীর অন্যান্য আমীরদের অবস্থানের ক্ষেত্রে, যেন উম্মাহ্ তাদের সেনাবাহিনীর শৌর্যবীর্য ও প্রভাবপ্রতিপত্তি অনুভব করতে পারে। কিন্তু, এ অবস্থা যদি নিরাপত্তার সাথে সাংঘর্ষিক হয় এবং যদি এমন আশঙ্কা থাকে যে শত্রুপক্ষ এ পতাকার মাধ্যমে সেনাকমান্ডারের অবস্থান চিহ্নিত করতে পারবে তাহলে এ পতাকা (*লিওয়া*) তার মূল অবস্থায় ফিরে যাবে, অর্থাৎ এটি উত্তোলিত না করে পেঁচানো অবস্থায় রাখা হবে।

আর, ব্যানারের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, এটি সার্বক্ষণিকভাবে উম্মুক্ত ও উত্তোলিত অবস্থায় থাকবে যেন বাতাসে পত্‌পত্ করে উড়তে পারে, যেভাবে আজকের দিনে পতাকা উত্তোলন করা হয়ে থাকে। এই ব্যানার রাষ্ট্রের বিভিন্ন ভবন, কার্যালয় এবং নিরাপত্তা বিভাগগুলোতে উত্তোলিত থাকবে। ব্যানার শুধুমাত্র রাষ্ট্রের এই সমস্ত ভবনেই উত্তোলিত থাকবে। ব্যতিক্রম হল শুধু খলিফার কার্যালয় (*দার আল-খলিফা*), কারণ খলিফা হচ্ছেন সেনাবাহিনীর আমীর বা নেতা, তাই তার কার্যালয়ে পতাকা (*লিওয়া*) উত্তোলিত থাকবে। খলিফার কার্যালয়ে (*দার আল-খলিফা*) পতাকা (*লিওয়া*)'র সাথে ব্যানারও (*রা'য়া*) উত্তোলন করা হবে কারণ, খলিফার কার্যালয় হল ইসলামী রাষ্ট্রের সকল বিভাগ এবং কার্যালয়ের প্রধান। এছাড়া, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ মানুষও তাদের গৃহে ব্যানার (*রা'য়া*) উত্তোলন করতে পারে, বিশেষ করে উৎসব কিংবা বিজয়ের দিনগুলোতে।

হে মুসলিমগণ!

আপনাদের আন্দোলনগুলোতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ছাড়া আর কাউকে ভয় না করে আপনাদের অবশ্যই ইসলামের ব্যানার (*রা'য়া*) উত্তোলন করা উচিত। আপনাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী ব্যক্তিদের কথায় আপনারা প্রভাবিত হবেন না, যারা এ অভিযোগ করে যে, এই ব্যানার (*রা'য়া*) খিলাফত রাষ্ট্রের প্রতীক এবং এটি পশ্চিমা কাফিরদের ক্রোধের উদ্রেগ করতে পারে! তাদের উত্তেজিত করুন এবং তাদের মেরুদন্ড ভেঙে দিন, কারণ ইসলাম ও মুসলিমের বিরুদ্ধে কৃত যুদ্ধের এটাই হচ্ছে মূল্য, যা কিনা প্রতিটি নিষ্ঠাবান মুসলিমকে উদ্বুদ্ধ করবে... আমাদের এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, সাম্রাজ্যবাদী কাফিররা যেন তাদের নিজেদের উম্মত্ত ক্রোধে

...১২ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রশ্নোত্তর

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধির বিশ্লেষণ

প্রশ্নঃ *১লা জুন, ২০১২ তারিখে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লিওন পেনেট্টা সিঙ্গাপুরে একটি নিরাপত্তা সম্মেলনে ঘোষণা করে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়া/প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তার ৬ টি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার রাখবে এবং ২০২০ সালের মধ্যে সামনের বছরগুলোতে যুদ্ধ জাহাজসমূহের ৬০ ভাগ এ অঞ্চলে সরিয়ে নিয়ে আসবে। সে ব্যাখ্যা করে যে, নতুন মার্কিন কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এশিয়া/প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধি করতে ফ্লিটগুলো স্থানান্তর করা হচ্ছে। সুতরাং এশিয়া/প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন নৌবাহিনীর অধিকাংশ যুদ্ধ জাহাজ স্থানান্তরের কারণ কি? আমেরিকা কি বর্তমান বা ভবিষ্যত চীনকে ভয় পাচ্ছে? এবং কখন চীন এ অঞ্চলে তার আধিপত্য বিস্তার করার জন্য চেষ্টা করবে?*

উত্তরঃ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের নিচের বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করা দরকার:

১. এশিয়া/প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিরোধ রয়েছে:

ক. যেমন: জাপান, চীন, তাইওয়ান, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া। এ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পূর্ব চীন সাগরের সার্বভৌমত্ব, কিছু দ্বীপের মালিকানা, নৌ চলাচল ও মৎস শিকারের স্বাধীনতা নিয়ে রয়েছে বিরোধ।

খ. একই রকম হল: ফিলিপিনস, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, ব্রুনাই, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর এবং ইন্দোনেশিয়া। এ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দক্ষিণ চীন সাগরের সার্বভৌমত্ব, কিছু দ্বীপের মালিকানা ও মালাক্কা প্রণালী নিয়ে পারস্পরিক সমস্যা, নৌ চলাচল ও মৎস শিকারের স্বাধীনতা নিয়ে রয়েছে বিরোধ।

গ. এবং এশিয়া/প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ভারত মহাসাগরের বর্ধিত অংশ, যার উপকূলে রয়েছে উত্তর বার্মা, বাংলাদেশ, ভারত, এবং পাকিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত যা আরব সাগরের নিকটবর্তী (যা ভারত মহাসাগরের বর্ধিত একটি অংশ) এবং অতঃপর ওমান উপসাগর থেকে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল, এডেন উপসাগর ও বাব আল মানদিব প্রণালী হয়ে লোহিত সাগর (যা ভূমধ্যসাগরে যাওয়ার একটি রাস্তা) পর্যন্ত বিস্তৃত।

ঘ. এছাড়াও এশিয়া/প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলসহ ভারত মহাসাগরের উত্তর উপকূল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এবং যাদের অধিকাংশই মুসলিম। এ অঞ্চলে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এবং মোট মুসলিম উম্মাহ্'র অর্ধেকের বসবাস।

২. সমুদ্র পথসমূহকে স্থলপথের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয়, কেননা এসব পথ দিয়ে জাহাজের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে পণ্য পরিবহন করা সম্ভব হয়। এতে খরচ কম হয় এবং কোন নির্দিষ্ট দেশের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে থাকা প্রণালী বা সমুদ্রপথ দিয়ে যাওয়া ব্যাতিরেকে জাহাজগুলো বিভিন্ন দেশের সীমান্ত পাড়ি দেয়ার সময় তল্লাশি এড়িয়ে চলে যেতে পারে। স্থলপথের ব্যাপক উন্নয়ন ও বিশালাকারের লরি উৎপাদিত হওয়া এবং আকাশপথের প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হওয়া সত্ত্বেও আজকের দিনে ৯০ ভাগেরও বেশী পণ্য জলপথে জাহাজের মাধ্যমে পরিবহন করা হয়। কেননা স্থল ও আকাশপথে পণ্য পরিবহন ব্যায়বহুল ও জলপথের মত এত বেশী পণ্য পরিবহন করাও সম্ভব নয়। পাইপলাইনের উন্নতি সাধনের পরও জলপথে জাহাজের মাধ্যমে মোট তেলের শতকরা ৬৫ ভাগ পরিবহন করা হয়। সুতরাং ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এ কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্য দিয়েই উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে এ অঞ্চলের দেশগুলোতে মোট তেল ও গ্যাসের শতকরা ৭০ ভাগ পরিবহন করা হয়। তাছাড়া এ অঞ্চলে আগামী দশকের মধ্যে তেলের চাহিদা দ্বিগুণ হয়ে যাবে, বিশেষ করে চীন ও ভারতে। দু'মহাসাগরের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যাতায়াতের পথ হলো মালাক্কা প্রণালী যা মালয়েশিয়া উপদ্বীপ ও ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের মধ্যে প্রায় ৮০০ কিঃমিঃ অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। পৃথিবীর মোট পণ্যের ৪০ ভাগ এবং তেল ও গ্যাসের প্রায় অর্ধেক এই পথ দিয়ে পরিবহন করা হয়। এটি চীন ও ভারত এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে পণ্য পরিবহনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং সমুদ্রপথের বিবেচনায় এ অঞ্চলের গুরুত্ব অত্যাধিক।

৩. তাছাড়া কৌশলগত কারণেও এ অঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চীন এ অঞ্চলে নিয়ন্ত্রন ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করছে। কেননা ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক কারণে এটিকে সে তার অঞ্চল মনে করে। এছাড়া এ অঞ্চলে রয়েছে তার অর্থনৈতিক স্বার্থ। এ অঞ্চলে চীন একটি প্রধান রাষ্ট্র এবং এ অঞ্চলে প্রভাবশালী হওয়ার জন্য সে কাজ করছে। কিন্তু এখনও সে এটি করতে সমর্থ্য হয়নি। মার্কিন আধিপত্য এ অঞ্চলে খুব প্রভাবশালী। ঠান্ডা যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের হুমকির কারণে এ অঞ্চলের ব্যাপারে আগ্রহী ছিল। কেননা রাশিয়ার রয়েছে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল জুড়ে নিজস্ব উপকূলীয় সীমারেখা। আমেরিকা সে সময় এ অঞ্চলে ৬০০ যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করেছিল। যখন ঠান্ডা যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল, সমাজতান্ত্রিক শাসনের পতন ঘটল ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে গেল এবং আমেরিকার জন্য হুমকি হ্রাস পেল তখন যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা অর্ধেকেরও বেশী হ্রাস করা হল, যার সংখ্যা ২৭৯। ২০০৮ এ যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা ছিল ২৮৫। এ অঞ্চলে তার কোন প্রতিদ্বন্দী বা হুমকির অস্তিত্ব না থাকায় এ সংখ্যায় আমেরিকা সন্তুষ্ট ছিল।

তাছাড়া জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাঘাটিতে আমেরিকার স্থায়ী সেনা উপস্থিতি রয়েছে-উভয়টিই পূর্ব চীন সাগরে অবস্থিত। এছাড়াও ফিলিপিনসে সেনাঘাটি রয়েছে যা দক্ষিণ চীন সাগরে অবস্থিত। এখানে তার অর্ধমিলিয়ন সৈন্য রয়েছে। বিগত শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে এ অঞ্চলে তার

অব্যাহত সামরিক উপস্থিতি রয়েছে।

৪. ইরাক ও আফগানিস্তানে মুসলিমদের হাতে পরাজয় বরণ ও ২০০৮ এ তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের পর আমেরিকার অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যাওয়ার পর চীন উদ্ভূত পরিস্থিতিকে কাজে লাগানোর জন্য এ অঞ্চলে তার প্রভাব বৃদ্ধির লক্ষ্যকে সামনে রেখে শক্তি বাড়ানোর জন্য কাজ শুরু করেছে। হয়ত আমেরিকার পুরোপুরি পতন হতে পারে, অথবা ইতোমধ্যে যেরকম প্রকম্পন শুরু হয়েছে হয়তো তার চেয়ে আরও ভয়াবহভাবে প্রকম্পিত হওয়ার কারণে এ অঞ্চলে তার প্রভাব বজায় নাও থাকতে পারে অথবা মুসলিমগণ এ অঞ্চল থেকে আমেরিকাকে বিতাড়িত করতে পারে এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না...

যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপলব্ধি করে যে, চীন বৃহৎ বিশ্বশক্তির অন্তর্ভূক্ত নয় এবং এটি নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্র হিসেবে আমেরিকার অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য কাজ করছে না, তবে চীন এশিয়া/প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে একটি প্রধান আঞ্চলিক দেশ। সেকারণে চীন অর্থনৈতিক ও কৌশলগত কারণে এটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। পূর্ব চীন সাগরে চীন সার্বভৌম হওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং এতে যদি সে সফল হয় তাহলে সে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াকে তার করায়ত্তে আনতে পারবে এবং উত্তর কোরিয়াকেও, যেখানে ইতোমধ্যে চীনা প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। চীন, দক্ষিণ চীন সাগরের উপরও তার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে এবং এর মাধ্যমে ফিলিপিনস, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাউস, ব্রুনাই, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর এবং ইন্দোনেশিয়াকে তার প্রভাব বলয়ের মধ্যে নিয়ে এসে মালাক্কা প্রণালীকে নিয়ন্ত্রন করা যাবে, যা তার জন্য জীবনসম একটি পথ। যদি চীন এ অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে অথবা তার প্রভাব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাহলে সে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে একটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে এবং মার্কিন প্রভাবকে দারুণভাবে হুমকির সম্মুখীন করতে পারবে। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ইস্যু এবং যে কোন মূল্যে কখনওই সে এটিকে হতে দিবে না।

৫. আমেরিকা দু'দিক থেকে তার ভূমিকে সুরক্ষা দেয়াকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, অর্থাৎ তাকে ঘিরে থাকা আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে। আটলান্টিক মহাসাগর দিয়ে বর্তমান আমেরিকার জন্য কোন হুমকি নেই। কারণ ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ আটলান্টিকে বা পশ্চিম আটলান্টিকের পরের দক্ষিণ আমেরিকায় এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ কোন কিছুই করছে না। আমেরিকা আটলান্টিক বা তার পরের অংশে ইউরোপ থেকে অনতিদূর ভবিষ্যতে কোন হুমকি আশা করে না। সুতরাং আমেরিকা অন্যান্য অংশে বেশী গুরুত্ব প্রদান করছে, যেমন: প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর এবং আরব সাগর, উপসাগর ও বাব আল মানদিব প্রণালী। একারণে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শক্তি বৃদ্ধির জন্য সে আটলান্টিকে শক্তি হ্রাস করেছে। প্যানেট্টা এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে বলে যে, ২০২০ সালের মধ্যে ৬টি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার, অধিকাংশ আমেরিকান ক্রুজার, ডেসট্রয়ার, কম্ব্যাট শীপ ও সাবমেরিনসহ নৌ শক্তির ৬০ ভাগ এশিয়া/প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মোতায়েন করা হবে। সে চীন ও এ অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে বিরোধের ব্যাপারে উল্লেখ করে এবং বলে, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান এখন পরিষ্কার। আমরা সংযম অবলম্বন করা ও কূটনৈতিক সমাধানের আহ্বান করছি এবং যে কোন ধরণের উসকানিমূলক আচরণ ও শক্তি প্রয়োগের বিরোধী।" সে দাবি করে যে, 'তার দেশ একটি দেশের স্বার্থে অন্য একটি দেশের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করে না।' (ইউএস ইউপিআই এজেন্সি, ২রা জুন ২০১২) ইউপিআই উল্লেখ করে যে, প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা নভেম্বরে বলেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এশিয়া/প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল সর্বাধিক প্রাধান্যযোগ্য।" এবং ইউপিআই আরও উল্লেখ করে যে, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন এক সময়ে এ অঞ্চলে দৃষ্টিপাত করেছে যখন ভারত ও চীন বিশ্ব অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হতে যাচ্ছে এবং ইরাক থেকে আমেরিকার সৈন্য প্রত্যাহার ও আফগানিস্তান থেকে আসন্ন আমেরিকান সৈন্য প্রত্যাহার করা হচ্ছে।"

তাছাড়া এশিয়া/প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান মার্কিন সৈন্যের উপস্থিতি তাকে এ অঞ্চলে আগামী বছরগুলোতে মহড়ার সংখ্যা বাড়াতে এবং সাথে সাথে ভারত মহাসাগরসহ প্রশান্ত মহাসাগরের ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে তার নৌশক্তি বৃদ্ধির পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে সাহায্য করবে। প্যানেট্টা উল্লেখ করে যে, "গতবছর মার্কিন সেনাবাহিনী এ অঞ্চলের ২৪টি দেশে ১৭২ টি প্রশিক্ষণমূলক মহড়ায় অংশ গ্রহণ করেছে।" (বিবিসি ২রা জুন, ২০১২)

৬. মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত এশিয়া/প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সামরিক কৌশল ১লা জুন, ২০১২ তারিখে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামা কর্তৃক ঘোষিত নতুন আমেরিকান সামরিক কৌশলের অন্তর্গত, যা তিনটি প্রধান আলোচ্য বিষয়কে কেন্দ্রে রেখে প্রস্তুত করা হয়েছে; প্রথমতঃ ইউরোপে সামরিক উপস্থিতি হ্রাস করা, দ্বিতীয়তঃ গুণগত মান বজায় রেখে সামরিক ব্যয় হ্রাস করা, তৃতীয়তঃ চীনের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে খর্ব করার জন্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে কেন্দ্র করা, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়াকে গুরুত্ব প্রদান করা। যেহেতু ইউরোপ থেকে আমেরিকার জন্য কোন বিপদ বা হুমকি নেই, সেহেতু সেখানে ব্যাপক মার্কিন সৈন্যের উপস্থিতির কোন কারণ নেই। এটি সামরিক ব্যয় হ্রাস পরিকল্পনার অংশ। কেননা আমেরিকা এখনও অর্থনৈতিক মন্দায় জর্জরিত এবং তা থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি। সে কারণে সে আগামী ১০ বছরে প্রায় ১.২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার সামরিক ব্যয় হ্রাস করার এবং এশিয়া/প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শক্তি বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

সুতরাং এশিয়া/প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নৌ শক্তি বৃদ্ধির প্রধান লক্ষ্য হল চীন এবং এ অঞ্চলে মার্কিন আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রত্যাশিত হুমকি।

৭. কিন্তু আমেরিকান নৌবাহিনী মোতায়েন ও মালাক্কা প্রণালী হয়ে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগর, আরব সাগর, পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগর পর্যন্ত তার ঘাঁটি বিস্তৃত করার পেছনে আরও কোন কারণ রয়েছে...। এই সৈন্য মোতায়েন কেবলমাত্র চীনের উপকূল ও এর সাগরসমূহে নয়...। আমেরিকা এ অঞ্চলে ইসলামিক শক্তি, 'খিলাফত'-এর প্রত্যাশিত উত্থানের ব্যাপারে সতর্ক রয়েছে। আমেরিকা সে কারণে চীন ও আসন্ন ইসলামিক রাষ্ট্রের প্রত্যাশিত ক্ষমতাকে বিবেচনায় এনে সে তার ঘাঁটি বিস্তৃত

...আমেরিকা এ অঞ্চলে ইসলামিক শক্তি, 'খিলাফত'-এর প্রত্যাশিত উত্থানের ব্যাপারে সতর্ক রয়েছে...। আমেরিকা সে কারণে চীন ও আসন্ন ইসলামিক রাষ্ট্রের প্রত্যাশিত ক্ষমতাকে বিবেচনায় এনে সে তার ঘাঁটি বিস্তৃত করছে ও ইসলামিক অঞ্চলসমূহের উপকূল জুড়ে সৈন্য মোতায়েন করছে... সে আগামী বছরগুলোতে ও দশকে পরিবর্তনের সম্ভাবনার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে, অর্থাৎ মুসলিম বিশ্বে ইসলামিক পরাশক্তির উত্থানকে, বিশেষ করে যখন মুসলিম জনসংখ্যার অর্ধেক এশিয়া/প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও ভারত মহাসাগরের উত্তর উপকূল জুড়ে বসবাস করে, যা পারস্য উপসাগর, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার মুসলিম জনগোষ্ঠীর একটি বর্ধিত অংশ...

...১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন

মিসরের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ মুরসী

খিলাফতই হচ্ছে একমাত্র শাসনব্যবস্থা, যা সমগ্র বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক মনোনীত; সুতরাং, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান এক গুরুতর অপরাধ, আর যখন তা উচ্চারিত হয় কোন মুসলিমের মুখ থেকে!

২৪শে জুন ২০১২, শুক্রবার, মিসরের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বিষয়ক কমিটি, আহ্‌মেদ শফিকের বিপরীতে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী মোহাম্মদ মুরসীকে বিজয়ী ঘোষণা করে। নির্বাচন কমিটি ঘোষণা করে যে, "মোহাম্মদ মুরসী হচ্ছে আরব প্রজাতন্ত্রী মিসরের নতুন রাষ্ট্রপ্রধান।" নতুন রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মুরসীর প্রথম নীতিনির্ধারণী বক্তব্য হচ্ছে গণতান্ত্রিক বেসামরিক রাষ্ট্রের আহ্বান, এবং সে দৃঢ়ভাবে বলে যে, মিসর আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ মেনে চলার বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং সেই মোতাবেক ক্যাম্প-ডেভিড নামক একটি বিশ্বাসঘাতক চুক্তি, যেটাতে ইসরা এবং মিরাজের পবিত্র ভূমি, প্যালেস্টাইনের উপর ইহুদিদের দখলদারিত্বের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, অবশ্যই মেনে চলতে প্রস্তুত।

হে মুসলিমগণ, এটা সর্বজনবিদিত যে, খিলাফত ব্যবস্থা এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র থেকে সর্ববৃহৎ, সকল বিষয়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র দেয়া বিধান অনুযায়ী শাসন করা বাধ্যতামূলক। তেরশ বৎসরেরও বেশি সময় ধরে মুসলিম ভূখন্ডগুলোতে খিলাফত ব্যবস্থা বাস্তবায়িত ছিল। এর দ্বারা বিশ্বাসীরা হয়েছিল আনন্দিত ও সম্মানিত, অন্যদিকে ইসলামের শত্রুরা হয়েছিল আঘাতপ্রাপ্ত ও অপমানিত ... এটাই হচ্ছে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট এক নির্দেশনা;

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

"আপনি তাদের পারস্পরিক বিবাদমান বিষয়গুলো আমার প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন যাতে তারা আপনাকে আমার প্রেরিত নির্দেশনা থেকে বিচ্যুত করতে না পারে।" **[সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৪৯]**

এবং এটা হচ্ছে উম্মতের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কর্তৃক এক সুস্পষ্ট নির্দেশনা;

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ

আবু হাজিমের বরাত দিয়ে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, **"আমি আবু হুরায়রার সাথে পাঁচ বছর অতিবাহিত করেছি এবং তাকে বলতে শুনেছি, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'বনী ইসরাঈলকে শাসন করতেন নবীগণ। যখন এক নবী মৃত্যুবরণ করতেন তখন তাঁর স্থলে অন্য নবী আসতেন, কিন্তু আমার পর আর কোনও নবী নেই। শীঘ্রই অনেক সংখ্যক খলিফা আসবেন। তাঁরা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন তখন আপনি আমাদের কী করতে আদেশ করেন? তিনি (সাঃ) বললেন, তোমরা একজনের পর একজনের বাই'আত পূর্ণ করবে, তাদের হক আদায় করবে। অবশ্যই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাদেরকে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন।' "**

এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠা করার কাজ আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে, আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ) বলেছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি;

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

'যে আনুগত্যের শপথ (বাই'আত) থেকে তার হাত ফিরিয়ে নেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার সাথে এমনভাবে সাক্ষাৎ করবেন যে– ঐ ব্যক্তির পক্ষে কোনও দলিল থাকবে না, এবং যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে যে তার কাঁধে কোনও আনুগত্যের শপথ নেই তবে তার মৃত্যু হচ্ছে জাহেলী যুগের মৃত্যু।' " *[মুসলিম]*

এবং এখানে আনুগত্য হচ্ছে শুধুমাত্র খলিফার প্রতি এবং জাহেলী যুগের মৃত্যু সেই ব্যক্তির গুরুতর অপরাধকে নির্দেশ করে যে খিলাফতের জন্য কাজ করে না।

রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথকীকরণের মাধ্যমে কাফির পশ্চিমাবিশ্ব ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের জন্ম দিয়েছে, আর এই মতবাদ হতে সৃষ্টি হয়েছে গণতান্ত্রিক বেসামরিক রাষ্ট্রের ধারণা, যেখানে জনগণকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত বিধানের পরিবর্তে মানবরচিত আইন দ্বারা শাসন করা হয়। তারা নিষিদ্ধ করে ও অনুমোদন দেয়, তারা সম্মতি দেয় এবং নিষেধাজ্ঞা জারি করে... আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র কিতাব এবং রাসূলের (সাঃ) সুন্নাহ্ অনুযায়ী নয় বরং মানবরচিত বিধান অনুযায়ী।

আর সেই সমস্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি তারা মেনে চলে যা মুসলিমদের অধিকার কেড়ে নিয়েছে, তাদের ভূখন্ড ছিনিয়ে নিয়েছে এবং কাফেরদেরকে মুসলিমদের উপর কর্তৃত্ব দিয়েছে। এটা এক গুরুতর অপরাধ যা দুনিয়াতে অপমান এবং লাঞ্ছনার দরজা খুলে দিয়েছে, যদিও আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র শাস্তিই সর্বাপেক্ষা কঠিন। এ সমস্ত কর্মকান্ডই বিরাট এক দুর্যোগ যা মিসরের ভাগ্যে ভয়ংকর বিপদ ডেকে নিয়ে আসছে। অথচ মিসর হলো আল-কানানা (তীর রাখার তুনী), দুনিয়াতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র তীর রাখার স্থান, মিসর হলো ক্রুসেডার, তাতার এবং ইহুদীদের উপর বিজয়লাভকারী শক্তি, যা ইহুদী রাষ্ট্রকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেবে, ইনশা'আল্লাহ্ ...সবচাইতে পরিতাপের বিষয় হলো, এই সমস্ত পদক্ষেপের কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি মুসলিম ব্রাদারহুডের কাছ থেকে, যাদের প্রার্থীরা নির্বাচনে জয়লাভ করেছে মুসলিমদের ভোটে, যারা তাদেরকে ভোট দিয়েছে এই ভেবে যে, তারা ইসলাম দিয়ে শাসন করবে, তাদেরকে ইসলামের

পতাকার নিচে ছায়া দেবে, তাদেরকে খিলাফতের অধীনে এনে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে বের করে নিরাপত্তা দেবে এবং পবিত্র ভূমিকে দখলদারিত্বের হাত থেকে মুক্ত করবে ... এ সকল উদ্দেশ্যেই জনগণ তাদেরকে ভোট দিয়েছিল, তাদের সমর্থন দিয়েছিল। জনগণ তাদেরকে ভোট দেয়নি নতুন একটি ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থার জন্য, নতুন একটি মুখের জন্য, নতুন একটি কণ্ঠে পুরোনো কথাগুলোরই পুনরাবৃত্তির জন্য; সর্বোপরি সমস্ত চিন্তা, প্রচেষ্টা এবং আবেগের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কথা বলার জন্য!

হে মুসলিমগণ, আমরা অবগত যে, বিশ্বাসী ও ধার্মিক হৃদয়, খাঁটি ও যোগ্য হস্ত এবং শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান বাহুর অধিকারী ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের পরাভূত করে দ্বিতীয় খিলাফত আসছে, ইনশা'আল্লাহ্ ... এটা হচ্ছে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত ওয়াদা;

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের ওয়াদা দিয়েছেন তিনি তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন, যেভাবে তিনি খিলাফত দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে।" **[সূরা আন-নুর : ৫৫]**

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খিলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আমাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। এ ব্যাপারে ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, "রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

«ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ»

"অতঃপর আবার আসবে খিলাফত– নবুয়্যতের আদলে।"

অতএব আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ওয়াদা এবং রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুসংবাদ, উভয়ই বাস্তবায়িত হবে ইনশা'আল্লাহ্, এবং সেদিন বিশ্বাসীরা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিজয়ে আনন্দিত হবে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, সর্বাপেক্ষা দয়ালু।

হে মুসলিমগণ, *হিযবুত তাহ্‌রীর* আপনাদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত পথনির্দেশ অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর ডাকে সাড়া দেয়ার আহ্বান জানাচ্ছে;

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"বল: এটাই আমার পথ, আমি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র দিকে স্বজ্ঞানে মানুষকে আহ্বান করি এবং আমার অনুসারীরাও। আল্লাহ্ মহান পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই।" **[সূরা ইউসুফ : ১০৮]**

এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের শুধুমাত্র শারী'আহ্ আইন দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনার আহ্বান জানাচ্ছে;

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"কিন্তু না, আপনার প্রতিপালকের শপথ, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের যাবতীয় মতবিরোধের ফয়সালায় আপনাকে বিচারক হিসেবে মেনে নেয়; এবং কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই সন্তুষ্ট চিত্তে আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নেয়।" [সূরা আন নিসা : ৬৫]

সুতরাং খলিফাকে আনুগত্যের শপথ প্রদান করে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক নাযিলকৃত সকল বিধি-বিধান বাস্তবায়নের জন্য এবং তার অধীণে থেকে নিজেদেরকে রক্ষা ও লড়াই করার নিমিত্তে নব্যুয়তের আদলে দ্বিতীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুনিয়াতে ইসলাম জীবনাদর্শ ফিরিয়ে আনতে আমাদের সাথে কাজ করুন, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আল-আরাজ ও সেই সূত্রে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, "রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

"নিশ্চয়ই, ইমাম হচ্ছেন ঢাল স্বরূপ, যার পেছনে থেকে তোমরা যুদ্ধ কর এবং যার মাধ্যমে তোমরা সুরক্ষিত থাক।" *[মুসলিম]*

অতএব, আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র সন্তুষ্টির জন্য মিসরের নতুন রাষ্ট্রপ্রধানকে এই পরামর্শ দিচ্ছি যে, আপনাকে অবশ্যই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'কে ভয় করতে হবে এবং ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ হতে উৎসারিত চিন্তা, প্রচেষ্টা ও আবেগের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বেসামরিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান করা থেকে বিরত থাকতে হবে। সামরিক কমিশন আপনার ক্ষমতার পরিধি সীমিত করে দেয়ার পর এমনিতেই জীবনের অধিকাংশ আপনি হারিয়েছেন, এমতাবস্থায় যাতে করে আপনাকে সবকিছুই না হারাতে হয় সেজন্য সত্যের পথে ফিরে আসুন, যা হবে একটি কল্যাণকর পূণ্য কাজ ... এবং যাতে করে আপনি গণতান্ত্রিক বেসামরিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্বকে সুন্তুষ্ট করে আখিরাত না হারান এবং খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র আইন বাস্তবায়নের জন্য কাজ না করে আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্বের উপর প্রভূত্বকারী আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'কে রাগান্বিত না করেন ... এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে আপনি আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) হাদিসটি পড়েছেন;

"যে ব্যক্তি মানুষকে সন্তুষ্ট করে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'কে রাগান্বিত করে; আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে মানুষের জিম্মায় ছেড়ে দেবেন..."
[তিরমিযী]

« من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس»

"যে ব্যক্তি মানুষকে সন্তুষ্ট করে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'কে রাগান্বিত করে; আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে মানুষের জিম্মায় ছেড়ে দেবেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'কে সন্তুষ্ট করার জন্য মানুষকে রাগান্বিত করে; আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে মানুষের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত করে পূর্ণ করে দেবেন।"
[তিরমিযী]

এই পরামর্শ শুধুমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র সন্তুষ্টির জন্য, আমরা আপনার নিকট থেকে কোন পুরষ্কার বা ধন্যবাদ আশা করি না। কিন্তু যখন কাফেররা এবং তাদের দালাল ও ইসলামের শত্রুরা শোনে যে, তাদের প্রকল্প তথা গণতান্ত্রিক বেসামরিক রাষ্ট্র মুসলিমদের, মুসলিম ব্রাদারহুডের আহ্বানে পরিণত হয়েছে তখন তারা উল্লাস করে এবং বিদ্রুপ করতে থাকে যা আমরা প্রতিহত করতে চাই এবং বস্তুতঃই আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নিকট থেকে এসেছি এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাব।

হিযবুত তাহ্‌রীর
৫ই শাবান, ১৪৩৩ হিজরী
২৫ জুন, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

হিযবুত তাহ্‌রীর, অস্ট্রেলিয়া

ইরানী দূতাবাসের মাধ্যমে ইরানের শাসকদের প্রতি, *হিযবুত তাহ্‌রীর*, অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে খোলা চিঠি

সত্যের অনুসারীদের প্রতি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র হেদায়াত।

হে ইরানের শাসকবর্গ!

দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে আপনারা আপনাদের পথে অগ্রসর হচ্ছেন। আপনাদের অনুসৃত পথ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'কে সন্তুষ্ট করে না, যদিও আপনারা ইসলামের নামেই এ পথে এগুচ্ছেন। কোন রকমের শারী'আহ্ দলিল বা মুহাম্মদ (সাঃ) এর বাস্তব জীবন থেকে আপনারা এপথের অনুসন্ধান করেননি। বরং আপনাদের কৃতকর্মের শীর্ষে রয়েছে পশ্চিমাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়াকে ঘিরে মার্কিনীদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান।

ইরাক ও আফগানিস্তানে মুসলিমদের পক্ষে অবস্থান না নিয়ে আপনারা পশ্চিমাগোষ্ঠী ও যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে, অর্থাৎ মুসলিমদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। আপনারা ইরাক ও আফগানিস্তানে আগ্রাসনে মার্কিন ও তার মিত্রদের সহায়তা করেছেন। আপনারা আপনাদের লোকবল দিয়ে ইরাকে এবং রসদ ও সামরিক সহায়তা দিয়ে আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসী বাহিনীকে সহায়তা করেছেন। আপনারা ইরাক ও আফগানিস্তানের সীমান্ত বন্ধ করে দিয়ে মুজাহিদদেরকে বাঁধাগ্রস্ত করেছেন ইরানের ভাইদের কাছ থেকে সহায়তা নিতে। আবার কখনও ইরানের মুসলিম ভাইদেরকে তাদের পার্শ্ববর্তী মুজাহিদ ভাইদের সাথে এক হয়ে কাফির শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধা সৃষ্টি করেছেন।

এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, রাফসানজানি এবং আবতাহির মত নেতা প্রকাশ্যে গর্ব করে বলে বেড়ায় যে, ইরাক ও আফগানিস্তানে ইরান মার্কিনীদের সহায়তা না করলে তারা সফলভাবে ইরাক ও আফগানিস্তান আক্রমন করতে ব্যর্থ হত, বরং তাদের নিজেদের রক্তেই নিজেরা হাবুডুবু খেত।

লন্ডন ভিত্তিক আন্তর্জাতিক আল শার্‌ক আল-আওসাত দৈনিকে ২রা জুলাই, ২০০৯ ইরানের বিগত প্রেসিডেন্টের এক বক্তব্য ছাপা হয় যেখানে সে বলে, "ইরান তালেবানদেরকে পরাজিত করার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। যদি আমরা তালেবানদের বিরুদ্ধ বাহিনীকে সহায়তা না করতাম, মার্কিনীরা আফগান যুদ্ধে পরাজয় বরণ করত।" সে আরও বলে, "মার্কিনীদের জেনে রাখা উচিত ইরানের ন্যাশনাল আর্মি ছাড়া তারা তালেবানদের ক্ষমতাচ্যুত করতে কখনও সমর্থ হতনা।"

ইরানের আইন ও সংসদ বিষয়ক সহসভাপতি মুহাম্মাদ আলী আবতাহী ২০০৪ সালের ১৫ জানুয়ারী আবুধাবীতে *'The Gulf: Challenges of the Future'* কনফারেন্সে গর্বের সাথে বলেছিল, তার দেশ "আফগান ও ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিনীদের যুদ্ধে প্রচুর সহায়তা করেছে।" সে আরও নিশ্চিত করে, "ইরানের সহযোগিতা ছাড়া কাবুল ও বাগদাদের এত সহজে পতন হতনা।"

এগুলো হলো আপনাদের ভুলপথে এগুনোর কিছু নমুনা, যা সম্পূর্ণ ইসলামী শাসন ও মুসলিম উম্মাহ্'র স্বার্থ পরিপন্থী কাজ। আপনারা আবারো ভয়াবহ অপরাধ করছেন শামের অত্যাচারী শাসক বাশার আল আসাদকে সমর্থন দিয়ে এবং নিরস্ত্র মুসলিমদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে। সিরিয়ার এই মুসলিমরা তার আরবের অন্যান্য ভাইদের মতই এই অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র সহায়তায় ইসলামের পতাকা উড্ডয়ন করছে, খালি বুক পেতে অত্যাচারীর বুলেট সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করছে, ইতিহাস যা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবে।

সিরিয়ার জনগণ দীর্ঘদিন ধরে তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া অত্যাচারী শাসকদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে আসছে। এই শাসকগণ কুফর ব্যবস্থা দিয়ে কঠোর হস্তে এতদিন ধরে তাদের শাসন করে এসেছে। এই জালিম শাসকদের নিত্যকার জুলুম জনগণকে জীবিকার্জনের জন্যও সংগ্রামের মুখে ঠেলে দিয়েছে। তারা জমীনে দুর্নীতি ও অপকর্ম ছড়িয়ে দিয়েছে, দেশের সম্পদ নিজের, পরিবারের ও গোত্রের লোকদের জন্য আত্মসাৎ ও লুটপাটের ব্যবস্থা করেছে। পাশাপাশি তারা সিরিয়াকে তাদের শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছে।

বিচ্যুত পথ থেকে ফিরে এসে নির্যাতিত উম্মাহ্'র পাশে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র কাছে ক্ষমা চাওয়া ছিল আপনাদের কাছে প্রত্যাশা। অথচ আপনারা সেই জালিম শাসকদেরই পক্ষ নিয়েছেন, অস্ত্র-সস্ত্র দিয়ে সহায়তা করেছেন তাদেরকে এই ভেবে যে, তারা মধ্যপ্রাচ্যে আপনাদের স্বার্থ রক্ষা করবে। আপনারা আপনাদের অনুগত লোকজন লেবাননে পাঠিয়েছেন এই জুলুমের সহায়তা করার জন্য, সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছেন, কড়া পাহারা বসিয়েছেন যাতে কেউ সিরিয়ার লোকদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে না পারে। আপনাদের নিজেদের অপকর্ম দিয়ে আপনারা সন্তুষ্ট হননি বরং মুসলিমদেরকে জাতিগত দাঙ্গার দিকে ধাবিত করেছেন।

আপনাদের চোখ ও অন্তর কী অন্ধ হয়ে গেছে যে, এই তীব্র বাস্তবতা আপনাদের কী স্পর্শ করেনা!

আপনাদের চোখ ও অন্তর কী অন্ধ হয়ে গেছে যে ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুরা যেখানে ষড়যন্ত্র করছে মুসলমান ও তাদের ভূমি নিয়ে, জাতিগত দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়ে যেখানে তারা উম্মাহ্'র দৃষ্টি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে, সেখানে আপনারা তাদের সহায়তা করছেন মুসলিমদের একে অন্যের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে?

আপনারা আপনাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন মাযহাব, গোত্র ও জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে এবং আপনারা এই অঞ্চলে গোত্রগত ও জাতিগত কর্মপরিকল্পনা ফেরী করে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু এতসবের পরেও কী অর্জন আপনাদের এ থেকে? অন্যান্য আরব ও মুসলিম শাসকদের মত দুর্বলতা দেখানো ও অপমানিত হওয়া ছাড়া আর কী পেয়েছেন আপনারা?

আপনারা কি মনে করেন ঐক্যবদ্ধতা, প্রতিরোধ, যায়নবাদ, বড় শয়তান এর মত মুখ ভরা শূণ্য বুলি ছাড়া আপনাদের নিজেদের বা উম্মাহ্'র জন্য কোনও

অর্জন রয়েছে? অথচ উম্মাহ্ অপেক্ষা করছে নিষ্ঠাবান ও অবিচল নেতৃত্বের জন্য যারা উম্মাহ্'র এই অপমানজনক দৈন্যদশা থেকে উদ্ধার করবে। নাকি আপনারা অপেক্ষা করছেন কখন পশ্চিমারা তাদের 'দুষ্ট বালক' ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং ইরান হবে ইরাকের মত যুদ্ধবিধ্বস্ত যেখানে লক্ষ লক্ষ নারী, বৃদ্ধ ও শিশুরা ধুঁকে ধুঁকে মরবে? আপনারা কি অপেক্ষা করছেন, পশ্চিমারা আপনাদের আসল শত্রু কিনা তা আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য?

ইরানী দূতাবাসের সামনে *হিযবুত তাহ্‌রীর*, অস্ট্রেলিয়ার প্রতিবাদ সভা

হে ইরানের শাসকবর্গ!

আপনারা যদি মনে করেন শক্তিধর দেশসমূহের সাথে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে গোপন সম্পর্ক বজায় রেখে অত্র অঞ্চলে আপনারা আপনাদের জাতিগত ও গোত্রগত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবেন, তাহলে আপনারা নিজেরাই নিজেদের সাথে প্রতারণা করছেন। এই রাজনৈতিক শূণ্যতা বেশিদিন থাকবেনা। উম্মাহ্ আজ সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এই শূণ্যতা পূরণের জন্য রাসূল (সাঃ) এর পদ্ধতিতে খিলাফত বাস্তবায়নের দিকে। এই খিলাফত ব্যবস্থা মুসলিমদেরকে জাতি, বর্ণ, গোত্র, মাযহাবভেদে ঐক্যবদ্ধ করবে ইসলামী শাসনের সুশীতল ছায়াতলে এবং ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দিবে বিশ্বব্যাপী, হাতে তুলে নেবে মানবতার নেতৃত্ব।

এভাবে চোখ ও অন্তরকে অন্ধ বানিয়ে রাখবেননা, উপলব্ধি করুন সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যত যা অপেক্ষা করছে এই দ্বীনের জন্য। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও প্রধান প্রধান ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে আসীন। আপনাদের সম্মান আপনাদের পূর্ব পুরুষদের মত ইসলামী রাষ্ট্র বাস্তবায়নের মধ্যেই নিহিত। এটা গোত্রগত বা জাতিগত প্রকল্পের মাধ্যমে সম্ভব নয় বরং তা মুসলমানদেরকে দুর্বল করে দেয় এবং শত্রুকে করে শক্তিশালী।

হে ইরানের শাসকবর্গ!

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর নিজের জন্য ও তার বান্দাদের একে অপরের উপর নির্যাতনকে নিষিদ্ধ করেছেন। আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) বলেছেন, **"তোমার ভাইকে সহায়তা কর, হোক সে নির্যাতনকারী বা নির্যাতিত।"** সুতরাং আমরা আপনাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, বেশি দেরী হয়ে যাওয়ার পূর্বেই, ইসলামের বিরুদ্ধে ও সিরিয়ার জনগণের বিরুদ্ধে বাশার আল আসাদের দমন-পীড়নকে সহায়তা বন্ধ করার জন্য। আপনাদের নিজেদের ওপর কালিমা লেপন করবেননা যা কখনও মোছার নয়। আল-কামির ইতিহাস এক্ষেত্রে আপনাদের জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হতে পারে। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্'র পক্ষে অবস্থান নিন এবং পশ্চিমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করুন, জেনে রাখুন পশ্চিমাদের শক্তি মাকড়সার জালের চেয়েও দুর্বল।

হে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনি সাক্ষ্য থাকুন আমরা আমাদের আহ্বান পৌঁছে দিয়েছি।

"এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র রয়েছে পূর্ণ ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ তার ব্যাপারে, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই তা জানেনা।" **[সূরা ইউসুফ : ২১]**

হিযবুত তাহ্‌রীর, অস্ট্রেলিয়া
১৯ শে রজব, ১৪৩৩ হিজরী
৯ই জুলাই ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

... ০৭ পৃষ্ঠার পর থেকে

...ইসলামের ব্যানার *(রা'য়া)* এবং এর পতাকার *(লিওয়া')*...

নিজেরাই ধ্বংস হয় এবং তারা আপনাদেরকে উত্তেজিত করতে চাইলে তাতে সাড়া দেবেন না। আর এটা কেমন কথা যে তারা আমাদেরকে আক্রমন করবে এবং তারপরও আমরা এই ভয়ে ভীত থাকবো আমাদের কাজ তাদের ক্রোধের উদ্রেগ করতে পারে! বরং, তাদের অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা এবং এর প্রতিবাদ জানানো আমাদের অধিকার। সুতরাং, তাদেরকে প্রকাশ্যে বলে দিন যে, *"বল: তোমাদের ক্রোধে তোমরাই ধ্বংস হও।"* **[সূরা আলি ইমরান : ১১৯]**

আমরা এটা অনুধাবন করেছি যে, অবিশ্বাসী সাম্রাজ্যবাদীরা খিলাফত শব্দটিও সহ্য করতে পারে না, সুতরাং কেমন হবে যখন তারা অনুধাবন করবে যে খুব শীঘ্রই খিলাফত তাদের দরজায় কড়া নাড়বে যেভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট তা এসেছিল?

وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

"তোমরা কল্পনাও করনি যে, তারা নির্বাসিত হবে এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দূর্ভেদ্য দূর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ্ হতে রক্ষা করবে; কিন্তু আল্লাহ্'র শাস্তি এমন এক দিকে থেকে আসলো যা ছিল তাদের ধারণাতীত এবং তাদের অন্তরে তা ত্রাসের সঞ্চার করলো। সুতরাং তারা তাদের নিজেদের হাতে তাদের বাড়ী-ঘর ধ্বংস করে ফেললো এবং মুমিনদের হাতেও; অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।" **[সূরা আল-হাশর : ২]**

হিযবুত তাহ্‌রীর
২৪ জুমাদিউস সানি, ১৪৩৩ হিজরী
১৫ মে, ২০১২ খিস্টাব্দ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : *হিযবুত তাহ্‌রীর*, ইন্দোনেশিয়া

মার্কিন যুদ্ধ জাহাজের উপস্থিতি প্রত্যাখান করুন

রয়টারস্ (২১ মে ২০১২) তথ্য মতে, ইন্দোনেশিয়ান নৌবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার রিয়ার এ্যাডমিরাল জেনারেল প্রামোনো নিশ্চিত করেছে যে, তিনটি মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ U.S. CG WAESCHE, U.S. Navy USS Vandegrift FFG-48 এবং USS GPN LSD 42 ৮৩১ জন লোকবলসহ ২৮ মে, ২০১২ তারিখে ইন্দোনেশিয়া প্রবেশ করবে। তাদের আগমনের তারিখ থেকে ৮ জুনের মধ্যে তারা যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করবে, তারমধ্যে রয়েছে মাদুরাতে সামাজিক কার্যক্রম এবং ২ থেকে ৫ জুন, ২০১২ তারিখে ইন্দোনেশিয়ান নৌবাহিনীর ১,২৪৪ জন সদস্যের সাথে পূর্ব জাভার Banongan Situbondo উপকূলে যৌথ মহড়া। এ যৌথ মহড়াটির শিরোনাম হচ্ছে *"Cooperation of Afloat Readiness and Training" (CARAT),* এতে তিনটি নৌ-জাহাজ এবং অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম ব্যবহৃত হবে। মহড়া শুরুর আগে মার্কিন যুদ্ধ যাহাজ তিনটি টানজুং পিরাক (Tanjung Perak) সাধারণ বন্দরে নোঙ্গর করা থাকবে। তাদের সুবিধার্থে বন্দর কয়েক দিনের জন্য বন্ধ করে দেয়া হবে। এ পরিকল্পনায় বন্দর কর্মচারীগণ প্রতিবাদ করেন, কারণ বন্দরের লোডিং এবং আনলোডিং কার্যক্রম স্থগিত রাখা হলে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হবে।

এ বির্তক সত্ত্বেও টানজুং পিরাক বন্দর খালি করার জন্য উদ্যোক্তাদের সকল ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালু রাখার দাবি প্রত্যাখান করা হয়। মার্কিন যুদ্ধ জাহাজের উপস্থিতি এবং এ অঞ্চলে সামরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ইন্দেনেশিয়াতে ব্যাপক মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপ কিংবা ইন্দোনেশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার সামরিক হস্তেক্ষেপ শুরু করার প্রমাণ করে।

অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ জোরদার করার মার্কিন পরিকল্পনা ইতোমধ্যেই শুরু করা হয়েছে। যেকোন প্রকারেই আমেরিকা ইন্দোনেশিয়ায় তার ব্যাপক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ করতে চায়। আমেরিকা নিশ্চিত হতে চায় যে তার সকল স্বার্থ নিরাপদে সংরক্ষিত হয় এবং যে কোন ঝুঁকি, বাঁধা বা অসুবিধা সম্পর্কে আগেই অবহিত হতে চায়। মার্কিন তিনটি যুদ্ধ জাহাজ উপস্থিতি এবং সামরিক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের এটিই হচ্ছে আসল তাৎপর্য।

এ সম্পর্কে ***হিযবুত তাহরীর,*** ইন্দোনেশিয়া নিম্নোক্ত বক্তব্য উপস্থাপন করে:

১। ইন্দোনেশিয়া মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ উপস্থিতি এবং অনুষ্ঠিবত্য সামরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রত্যাখান করুন। কারণ এটি মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপ, যা আমাদের মুসলিম দেশের উপর তাদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আধিপত্য জোরদার করবে।

২। আমেরিকার সাথে সামরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি না করার জন্য সরকারকে সর্তক করুন। সরকারকে অবশ্যই ইন্দোনেশিয়ার যেকোন এলাকাতে, যেকোন সংখ্যক, যেকোন ধরনের মার্কিন সৈন্যের উপস্থিতি প্রত্যাখান করতে হবে, কারণ তাদের উপস্থিতি সামরিক হস্তক্ষেপ এবং দেশের উপর অধিপত্য বিস্তার করা বুঝায়। এটা সম্পূর্ণই সার্বভৌমত্ব নীতির লংঘন। সরকার টানজুং পিরাক বন্দর বন্ধ করে এবং মার্কিন সৈন্যের উপস্থিতির সুযোগ করে দিয়ে, তাদের অর্থনৈতিক এজেন্টদের আর্থিক সুবিধা প্রদান করেছে। সরকার যদি মার্কিন সৈন্যের উপস্থিতি এবং আমেরিকার সাথে সামরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালিয়ে যায় তবে তা হবে আমেরিকা এবং এর সকল স্বার্থের সামনে আত্মসমর্পন এবং নতজানু হওয়া, যা সকল জনসাধারণ জোরালোভাবে প্রত্যাখান করে।

৩। মুসলমানদেরকে শারী'আহ্ এবং খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আন্তরিকভাবে সংগ্রাম করার জন্য আহ্বান করুন। কারণ একমাত্র শারি'আহ্'ই সততা এবং ন্যায়পরায়নতা বাস্তবায়ন করতে পারে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও পুঁজিবাদের মূল উৎপাটন করতে পারে। এবং খিলাফতই ইন্দোনেশিয়াসহ সকল মুসলিম দেশকে যেকোন ধরনের বৈদেশিক আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে পারে।

মোহম্মাদ ইসমাইল ইউসান্তো
মুখপাত্র; ***হিযবুত তাহ্‌রীর***, ইন্দোনেশিয়া
১লা রজব ১৪৩৩ হিজরী
২২-০৫-২০১২ইং

... ০৮ পৃষ্ঠার পর থেকে

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সামরিক...

করছে ও ইসলামিক অঞ্চলসমূহের উপকূল জুড়ে সৈন্য মোতায়েন করছে... সে আগামী বছরগুলোতে ও দশকে পরিবর্তনের সম্ভাবনার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে, অর্থাৎ মুসলিম বিশ্বে ইসলামিক পরাশক্তির উত্থানকে, বিশেষ করে যখন মুসলিম জনসংখ্যার অর্ধেক এশিয়া/প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও ভারত মহাসাগরের উত্তর উপকূল জুড়ে বসবাস করে, যা পারস্য উপসাগর, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার মুসলিম জনগোষ্ঠির একটি বর্ধিত অংশ। আল্লাহ্'র ইচ্ছায় ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এটি প্রধান কৌশলগত অঞ্চল হয়ে দাঁড়াবে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, পূর্বে ইসলামিক রাষ্ট্র তার সূচনালগ্নে এসব ভূমির দ্বারপ্রান্তে কল্যাণ ছড়িয়ে দিতে এসব অঞ্চলে প্রবেশের জন্য কাজ করেছে। তিন শতাব্দী আগে পূর্বদিক থেকে মুসলিমদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেয়ার উদ্দেশ্যে উপনিবেশ স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য পশ্চিমা উপনিবেশবাদীরা এ অঞ্চলে অকল্যাণের বীজ বপন শুরু করার আগে এটি প্রায় একটি সম্পূর্ণ মুসলিম ভূমিতে পরিণত হয়েছিল। এই একই সময়ে তারা মুসলিমদের রাষ্ট্র খিলাফতকে ধ্বংস করে ফেলা ও এর ইসলামিক ব্যবস্থাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য পশ্চিম অংশেও উপনিবেশবাদী যুদ্ধ ও ষড়যন্ত্র করছিল... এবং এতে তারা সফলও হয়েছিল। এখন তারা এর প্রত্যাবর্তনকে ভয় পাচ্ছে... এবং আল্লাহ্'র ইচ্ছায় এটি ফিরে আসা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

ব্রিটেনে প্রবাসী পাকিস্তানী কমিউনিটির পক্ষে *হিযবুত তাহ্‌রীর*, ব্রিটেনের প্রতিবাদ

পাকিস্তানের দুর্নীতিগ্রস্থ ব্যবস্থা ও অসৎ রাজনীতিবিদদের উৎখাতের আহবানে এবং খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথকে বাঁধাগ্রস্থ না করার জন্য সামরিক-বেসামরিক নেতৃত্বকে হুঁশিয়ারি জানিয়েছে ব্রিটেনস্থ প্রবাসী পাকিস্তানী কমিউনিটি

বৃটেন সফরকালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ গিলানীর অবস্থানরত হেটেলের বাইরে হিযবুত তাহ্‌রীর, বৃটেন-এর প্রতিবাদ সভা

বিশ্বাসঘাতক সামরিক-বেসামরিক নেতৃত্বকে উৎখাতের দাবিতে ব্রিটেনে প্রবাসী পাকিস্তানী কমিউনিটির পক্ষে ***হিযবুত তাহ্‌রীর***, ব্রিটেন চলমান আন্দোলনের অংশ হিসেবে আজ লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনের সামনে বর্তমান ব্যবস্থা অপসারণের আহ্বান জানিয়েছেন। পাকিস্তানের ওপর অব্যাহত আমেরিকান কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ব্রিটেনস্থ পাকিস্তানি কমিউনিটি এবং পাকিস্তানি জনগণ উভয়ই বিক্ষোভ করছে। পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক নেতৃত্ব উভয়ই জঘণ্য অপরাধে লিপ্ত এবং তারা উন্মুক্ত দুয়ার নীতির মাধ্যমে এ অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় আমেরিকাকে সুযোগ প্রদানে কোনোরকম দ্বিধা করেনা।

এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, পাকিস্তানি জনগণের মধ্য থেকে যে সমস্ত নিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা দেশকে দুর্নীতিগ্রস্থ, দুর্বল, পশ্চিমাদের সমর্থিত ব্যবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সংগ্রাম করছে, তাদের ওপর নেমে এসেছে অপহরণ ও নির্যাতনের খড়্গ। এই সমস্ত অপহরণ আমেরিকার নির্দেশানুযায়ী হয়েছে, কারণ সত্যিকারের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ভয়ে আমেরিকা ভীত। পাকিস্তানি শাসকদের এহেন শক্তি প্রয়োগের প্রদর্শনী থেকে এটাই প্রতীয়মান যে, পাকিস্তানের বর্তমান দুরবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় রাজনীতি ও পরিকল্পনার দিক থেকে তারা কতটা দেউলিয়া।

আমরা ব্রিটেন প্রবাসী পাকিস্তানি নাগরিকরা পাকিস্তান সরকার ও সামরিক নেতৃত্বের কাছে নিম্নোক্ত দাবিসমূহ উপস্থাপন করছি;

১. ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়িয়ে খিলাফতের জন্য পথ সহজ করে দিতে হবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা'র প্রতিশ্রুতি তোমাদের দাতা প্রভুদের চাইতে অনেক শ্রেয়।

২. তোমাদের প্রভু আমেরিকার নির্দেশে আটককৃত নাভিদ বাট সহ প্রত্যেক বন্দীকে মুক্তি দিতে হবে।

৩. আমেরিকার সাথে সকল সামরিক সহযোগিতা এবং পাকিস্তানের মাটিতে আমেরিকার সকল কার্যক্রম অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

৪. আমেরিকার তল্পিবাহক বর্তমান সেনাপ্রধানকে অপসারণ করতে হবে যাতে করে নিষ্ঠাবান অফিসারগণ সামরিক নেতৃত্বে আসীন হতে পারেন।

৫. আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে কার্যরত আমেরিকা ও ন্যাটোবাহিনীকে সকল প্রকার বস্তুগত সহায়তা প্রদান বন্ধ করতে হবে।

৬. আমরা সেই সব ক্যাঙ্গারু আদালতসমূহ ভেঙে দেয়ার দাবি তুলছি, যারা একদিকে বিচারের নামে দুর্নীতিবাজ ও বিশ্বাসঘাতক রাজনীতিবিদদের নিরাপত্তা, ক্ষমা এবং কয়েক মিনিটি আদালতে দাঁড়িয়ে থাকার তথাকথিত প্রতীকী শাস্তি প্রদানের প্রহসন করছে, অন্যদিকে নাভিদ বাটের মতো ব্যক্তিত্বদের জন্য নিরপেক্ষ ও ন্যায্য বিচারপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

আমরা খুব ভালো করেই জানি, পরিবারের সদস্য আর ব্যাংক একাউন্ট ব্যতীত পাকিস্তানের জনগণের স্বার্থ চিন্তা তোমাদের হৃদয়ে অনুপস্থিত। আমরা এও ভালো করে জানি, একদিকে নিরপরাধ জনগণের হত্যাকারী আমেরিকার প্রতি তোমরা নীচাশয় দাসত্ব প্রদর্শন কর, অন্যদিকে যারা তোমাদের জবাবদিহিতা দাবি করে তাদের প্রতি তোমরা যালিম শাসকরূপে আবির্ভূত হও। আমরা সম্পূর্ণ অবগত যে, যদি তোমাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও আল্লাহ্ ভীতি থাকত, তবে তোমরা নিজ থেকে উক্ত দাবিসমূহ পূরণ করতে, আমাদের এজন্য চিঠি লিখতে হতো না। এটাও আমাদের অজানা নয় যে, তোমরা পাকিস্তানের জনগণকে দুর্বল ভেবে তাচ্ছিল্য কর, যেমনটা ফিরাউন করত বনী ইসরাঈলদের সাথে এবং আবু জেহেল মক্কার মুসলিমদের সাথে।

কিন্তু মনে রেখো, ঐসব জালিম শাসকেরা তাদের ভূমিতে তোমাদের তুলনায় অধিকতর ক্ষমতাবান ও বলদর্পী ছিল, কিন্তু যখন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র সিদ্ধান্ত এলো তখন তারা কিছুই করতে পারলো না। মনে রেখো, যখন আল্লাহ্'র গযব তোমাদের ওপর নেমে আসবে, তখন তোমাদের ধনসম্পদ, সেনাবাহিনী এবং বিদেশী প্রভুরা কোনো কিছুই আর তোমাদের সাহায্য করতে পারবে না। তোমাদেরকে বাধ্য করার আগেই জনগণের ওপর নিপীড়ন বন্ধ করে দাও। পরিশেষে জানাতে চাই, কোনো কিছুই ইসলামের পুনর্জাগরণকে ঠেকাতে পারবে না, বরং তোমাদের কর্মসমূহই দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের জন্য নিদারুন যন্ত্রণার উৎস হয়ে দাঁড়াবে।

ব্রিটেন প্রবাসী পাকিস্তানি কমিউনিটির পক্ষ থেকে
মিডিয়া কার্যালয়, ***হিযবুত তাহ্‌রীর***, বৃটেন
বৃহস্পতিবার, ৩রা রজব ১৪৩৩ হিজরী
২৪ মে, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্‌, সিরিয়া

বিকল্প তৈরির আগেই সিরিয়ার মুসলিমদের হাতে তার পুতুল শাসক বাশারের পতনের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত আমেরিকা, তাই সে পুনরায় ইসলামের উত্থানকে প্রতিহত করার জন্য ইয়েমেনী মডেল বাস্তবায়ন এবং একই সাথে তা ব্যর্থ হলে সামরিক হস্তক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছে

গত ২৮/০৫/২০১২ইং মার্কিন জয়েন্ট চীফস চেয়ারম্যান জে মার্টিন ডেমসপে বলে যে, "প্রয়োজনে পেন্টাগণ সিরিয়ার বর্তমান সংঘাত নিরসনে সামরিক হস্তক্ষেপ চালাতেও প্রস্তুত আছে।" ইতিপূর্বে মার্কিন জিফেন্স সেক্রেটারী পেনেট্টা, স্টেট সেক্রেটারী হিলারী ক্লিনটন এবং মার্কিন রাষ্ট্র প্রধান ওবামা কর্তৃক সিরিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপের বিষয়টি বাতিল করে ধারাবাহিকভাবে বক্তব্য দেয়ার পরপরই হঠাৎ করেই এই বক্তব্যটি আসল। তারা সিরিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপের বিষয়টি বাতিল করে দিয়েছিল কেননা তা পরিস্থিতি জটিল করে তুলবে। এ সংক্রান্ত সর্বশেষ ঘোষণাটি আসে জি-৮ ও ন্যাটো দেশগুলোর সম্মেলন থেকে। সিরিয়ার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল মূলতঃ দালাল বাশারকে হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে টিকে থাকার সুযোগ তৈরী করে দেয়া যতক্ষণ না যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়ায় তার প্রভাব অক্ষুন্ন রাখার জন্য বিকল্প কাউকে খুঁজে না পায়। এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর ও রাজনৈতিক সমঝোতার আহ্বান জানিয়েছে ও বিভিন্ন ডেডলাইন দিয়েছে। এর সাথে আরব পর্যবেক্ষক ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দলের কার্যকলাপও এ উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়েছে। সর্বশেষ কফি আনান কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপটি আমেরিকার পথকে সুগম করেছে। কফি আনান যখন সিরিয়ায় সরকার ও বিরোধীদেরকে আলোচনার টেবিলে আহ্বান করেছিল তখন সে বলেছিল যে, সিরিয়ার সংঘাত ও সহিংসতার অবসান ঘটিয়ে একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করা ছিল তার মিশনের আসল উদ্দেশ্য।

কফি আনানের এই উদ্যোগটি মূলতঃ মার্কিন পরিকল্পনা। হাওলা হত্যাকান্ডের পর যখন কুটনৈতিক সম্পর্ক চরম সংকটের মধ্যে তখন সে সিরিয়ায় সফর করে এই বার্তা বহন করে যে, মার্কিন সমাধান ছাড়া সিরিয়ান সরকারের দমন-নীপিড়ন থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই। এভাবেই আমেরিকা তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যায় – নিরীহ জনগণের উপর ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ চালায় এমন বর্বর শাসকের পক্ষাবলম্বন আর কফি আনানের এ পদক্ষেপটি, যে আনান মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ গোপন করার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত এবং সূচতুরভাবে গোপন করতে পারদর্শী। বসনিয়ার মর্মান্তিক ঘটনা সমূহ সেই সাক্ষ্য বহন করছে। আমাদের স্মৃতিতে এখনো বসনিয়ার সেই ভয়াল চিত্র অক্ষত রয়েছে যখন পশ্চিমা বিশ্ব ও জাতিসংঘ বসনিয়ার মুসলিমদেরকে নির্মমভাবে হত্যা ও জবাই করার জন্য সার্বীয়দের কাছে হস্তান্তর করে যারা স্রেব্রেনীতচায় ৮,০০০ বেশী মুসলিম পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করে। আর এই কফি আনান তখন সেখানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। কিন্তু যখন তারা মুসলিমদের পক্ষে সুফল দেখতে পেল তখন তারা তাতে হস্তক্ষেপ করে তাদের অন্যায় সমাধান চাপিয়ে দিল।

একইভাবে বসনিয়াতে যখন পরিস্থিতি মুসলিমদের অনুকুলে চলে গেল আমেরিকা তখন সামরিক হস্তক্ষেপ করেছিল এবং তাদের শক্তি সামর্থ্য খর্ব করে তাদেরকে মার্কিন সমাধান মেনে নিতে বাধ্য করেছিল। এইভাবে পরিস্থিতি যখন বিদ্রোহী মুসিলমদের অনুকুলে চলে গেছে এবং তার বিশ্বস্ত দালাল বাশারের অবস্থা এতটা নাজুক যে, আমেরিকা উপযুক্ত বিকল্প দালাল খুঁজে পাওয়ার আগেই তার পতন ঘটতে পারে তখনই আমেরিকা তার বক্তব্যের সুর পরিবর্তন করেছে। ইতিপূর্বে আমেরিকা কাতারের মাধ্যমে সিরিয়ার বাশার সরকারকে পরিবর্তনের জন্য সময় বেঁধে দেয় যেখানে সে বাশারকে অপসারণ করে তদস্থলে তার সরকারের মধ্য থেকে একজনকে ডেপুটি হিসেবে মনোনয়োনের প্রস্তাব দেয়। ইয়েমেনেও আমেরিকা একই ধরণের প্রস্তাব দেয় কিন্তু সেখানে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। কেননা ইয়েমেন ছিল ব্রিটিশপন্থী। আমেরিকা আবার তার আগের বক্তব্যে ফিরে এসেছে। ওবামা জি-৮ এর নেতৃবৃন্দদের সঙ্গে নিয়ে বাশারের প্রস্থানের উপর জোর দিচ্ছে। সে ইয়েমেনের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনকে মডেল হিসেবে দাঁড় করিয়ে সিরিয়ায়ও তা কার্যকর করার মনস্থির করেছে। সেই প্রেক্ষিতে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা থামাস ডনিলন বলে যে, ওবামা ইয়ামেনী মডেলকে ভিত্তি করে ক্যাম্প ডেভিডে অনুষ্ঠিত জি-৮ শীর্ষ সম্মেলনের সাইডলাইনে রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট মেদভেদেকে সঙ্গে নিয়ে সিরিয়ায় শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি আলোচনা করেছে। সে আরো বলে যে, এই ইস্যুটি নিয়ে ওবামা ও পুতিনের মধ্যে আলোচনা হবে, যা হবে এ দুজনের মধ্যকার প্রথম বৈঠক। আমেরিকা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন যে, সিরিয়ার বিদ্রোহী জনতা এক দালালের পরিবর্তে অন্য দালালকে গ্রহণের জন্য আন্দোলন করছে না বা একটি কুৎসিত চেহারার পরিবর্তে অন্য একটি অপেক্ষাকৃত কম কুৎসিত চেহারার জন্যও না। অর্থাৎ বাশার, তার ডেপুটি, তার ডেপুটির ডেপুটিসহ তার সকল সহযোগিরাই পাপাচার, নিষ্ঠুরতা ও প্রতারণায় সমান পারদর্শী। বিদ্রোহীরা বর্তমান অত্যাচারী শাসনকে উৎখাত করে ইসলামের আবাসস্থল শামে বা সিরিয়ায় ইসলামী শাসন তথা খোলাফায়ে রাশেদাহ্‌ প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হবে না। ফলে আমেরিকা সামরিক হস্তক্ষেপের হুমকি দিতে বাধ্য হয়েছে যা মার্কিন সেনাবাহিনীর চীফ অফ ষ্টাফ মাটিন ডেম্পসের ঘোষণায় উঠে এসেছে। এই ঘোষণাটি সিরিয়ায় মার্কিন স্বার্থ ও প্রভাবের উপর যেকোন হুমকির ক্ষেত্রে সামরিক হস্তক্ষেপের প্রস্তুতির ঈঙ্গিত বহন করে। অনেকে সরল মনে ভেবে থাকতে পারেন এটা সিরিয়ান সরকার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সামরিক হস্তক্ষেপ কিন্তু সত্যিকারার্থে তা নয়। যে সময়ে এ বক্তব্য দেয়া হলো তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, সিরিয়ায় মার্কিন প্রভাব ও স্বার্থ এক গভীর সংকটে উপনীত হয়েছে। এতে আরো বুঝা যাচ্ছে যে, বাশার সরকারের অবস্থা খুবই নাজুক এবং আমেরিকার হাতে বিকল্প নেতৃত্ব তৈরির জন্য সময় নেই। সুতরাং আমেরিকা সিরিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপের যে হুমকি দিয়েছে তা মূলতঃ বিদ্রোহী মুসলিমদের ভয় দেখানোর জন্যই করা হয়েছে যেন তারা সিরিয়ায় ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা না করে। আর ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে আমেরিকাকে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে তার আঙ্গিনার দিকে পিছু হটতে হবে।

হে মুসলিমগণ!

সিরিয়ান সরকারের অভ্যন্তরীণ অবস্থা শুধুমাত্র কম্পমানই নয় বরং এর স্তম্ভগুলো আজ পতনোন্মুখ। সফলতার পাল্লা সে সকল বিদ্রোহীদের দিকে ভারী যারা তাদের আদর্শের মূলে সুদৃঢ় এবং অত্যাচারী এই সরকারকে উৎখাতের ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। তদুপরী দামেস্কে যে আঘাত হানা হয়েছে তা থেকে বুঝা যায় যে, বাশারের ক্ষমতা তার রাজ প্রাসাদ, নিরাপত্তা হেড কোয়ার্টার ও ব্যারাকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। সিরিয়ার বিখ্যাত মার্কেট ও সড়ক হীরাকাহ, আল-আসরুনিয়্যাহ, মিদাত পাশা ও খালিদ বিন ওয়ালিদের পর এবার বিখ্যাত হামিদিয়্যাহ মার্কেটও বন্ধ হয়ে গেলো। দামেস্কের প্রাণকেন্দ্রে আঘাতটা ছিল এই সরকারের জন্য এক চরম আঘাত যার পাকস্থলীতে ইতিমধ্যেই পচন ধরেছে।

হে সিরিয়ার আন্দোলনরত মুসলিমগণ! সফলতা ও বিজয় ইনশা'আল্লাহ্‌ আপনাদের জন্যই।

একজন পদপ্রদর্শক তার লোকদের প্রতি কখনোই মিথ্যা বলে না। ***হিযবুত তাহ্‌রীর*** এই সংকটময় মুহূর্তে আপনাদেরকে পশ্চিমাদের ব্যাপারে সতর্ক করছে। সুতরাং আপনারা পশ্চিমাদের সকল প্রস্তাব ও পদক্ষেপকে প্রত্যাখ্যানের ঘোষণা দিন এবং সেইসব বিরোধী গ্রুপদের প্রত্যাখান করুন যারা পশ্চিমা দূষিত সমাধান গ্রহণ করেছে। আপনারা অবশ্যই পশ্চিমার সাথে যে কোন আলোচনার ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন আপনারা জানেন যে, পশ্চিমাদের কাছে সমাধান চাওয়া হলো ক্ষমার অযোগ্য প্রতারণা। আপনারা মার্কিন চীফ অফ স্টাফের সামরিক হস্তক্ষেপের হুমকিতে ভীত হবেন না। কেননা আপনারা যতক্ষণ আল্লাহ্ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা ও তার রাসূলের (সাঃ) প্রতি একনিষ্ট থাকবেন ইনশা'আল্লাহ্ আমেরিকা ও তার সহযোগিরা অবশ্যই পরাজিত হবে। আপনারা, আপনাদের অনুগত সেনারা এবং আপনাদের চারপাশের মুসলিম উম্মাহ্ ইনশা'আল্লাহ্ অবশ্যই অত্যাচারী সরকারকে উৎখাত করতে সফল হবেন। আপনারা ঘোষণা দিয়েছেন "আমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করবো না।" অতএব, আপনারা এ ঘোষণা দেন, "আমরা কখনো আমেরিকার কাছে নত হব না এবং তার ষড়যন্ত্রমুলক সমাধান গ্রহণ করবো না।" ঘোষণা দিন যে সকল গোপন ষড়যন্ত্রের দিন শেষ। পশ্চিমাদের বলুন, আজকের পর আমাদের উপর কর্তৃত্ব করার কোন পথ তোমাদের খোলা নেই। ঘোষণা দিন যে, আমাদের আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো পশ্চিমা শক্তি ও তাদের অত্যাচারী দালালদের রচিত কুফর শাসন থেকে পূর্ণ মুক্তি এবং একমাত্র ইসলামকে তথা নবুয়্যতের আদলে খিলাফতকে আমাদের দ্বীন, শাসন ও জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করবো। তাদেরকে জানিয়ে দিন, ইসলামের আবাস ভূমি ও মহান যুদ্ধক্ষেত্র এই শাম এর বিরুদ্ধে পরিচালিত কাফির-মুশরিকদের সকল ষড়যন্ত্রের জন্য শ্মাশানে পরিণত হবে।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"যারা সীমালংঘন করেছে তারা তাদের ষড়যন্ত্রের জন্য আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তিভোগ করবে।"

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্, সিরিয়া
৮ই রজব, ১৪৩৩ হিজরী
২৯ শে মে, ২০১২ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : *হিযবুত তাহ্‌রীর*, পূর্ব আফ্রিকা

সন্ত্রাস দমন আইন মুসলিমদের নিপীড়নের একটি কৌশল

নাইরোবি, মোম্বাসাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সিরিজ গ্রেনেড বিস্ফোরণের পর কেনিয়ার সরকার 'সন্ত্রাস দমন বিল' পাস করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা এখন সন্ত্রাস প্রতিরোধ বিল, ২০১২ নামে পরিচিত। এ বিলটি সর্বপ্রথম ২০০৩ সালের ৩০ এপ্রিল তারিখে অফিসিয়াল কেনিয়ান গেজেট সাপ্লিমেন্ট নম্বর ৩৮ এ প্রকাশিত হয় – যা নয় বছর আগে সংসদ সদস্যদের দ্বারা প্রত্যাখাত হয়।

ইসলামিক রাজনৈতিক দল ***হিযবুত তাহ্‌রীর***, পূর্ব আফ্রিকা এ ইস্যুটিকে নিম্নোক্ত দিকগুলোর মাধ্যমে তুলে ধরতে চায়:

প্রথমতঃ এ বিলটি হচ্ছে সন্দেহভাজন ব্যক্তির অধিকারসহ নতুন সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা মানবাধিকারের লঙ্ঘন, যদিও কেনিয়ার সরকার গর্বের সাথে দাবি করে যে এসব তথাকথিত নতুন মানবাধিকার ও নতুন সংবিধান 'নতুন কেনিয়াকে!!!' সরকারের পক্ষ থেকে নাগরিকদের জন্য বড় পুরষ্কার। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সন্ত্রাস দমন বিলের ৩০ অনুচ্ছেদ অনুসারে পুলিশ একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে কোন আইনজীবী বা তার পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করতে না দিয়ে ৩৬ ঘন্টা হেফাজতে রাখতে পারবে, যদিও নতুন কেনিয়ান সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন সন্দেহভাজনকে কোন অভিযোগ দায়ের করা ছাড়া সর্বোচ্চ ২৪ ঘন্টা হেফাজতে রাখা যাবে ও এ সময়ের মধ্যে তাকে আইনি সহায়তা পাওয়া ও আত্নীয় স্বজনের সাথে দেখা করার গ্যারান্টি প্রদান করতে হবে। এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, তথাকথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাধ্যমে ইতোমধ্যে তারা নিজের সংবিধান নিজেরাই লঙ্ঘন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অথচ 'সর্বোচ্চ আইন' বলে তারা নাগরিকদের সেটির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং এটিকে লঙ্ঘন না করার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

দ্বিতীয়তঃ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ধারাবাহিকতায় সরকার একটি নতুন মোড় নিচ্ছে। আমরা যে কারণে ধারাবাহিকতা বলছি সেটি হল ইতোমধ্যে অ্যান্টি টেরর পুলিশ ইউনিট (ATPU) নামে পুলিশের বিশেষ ইউনিট রয়েছে যা আদালতের রুলিং ছাড়াই মুসলিমদের বাড়িতে তল্লাশী চালায়, যথেচ্ছ গ্রেফতার করে, নির্যাতন এবং এমনকি অবৈধভাবে অন্যদেশে নির্বাসনে পাঠায়। সবচেয়ে বেশী দুঃখের বিষয় হল পুলিশের নির্যাতনে ইতোমধ্যে কিছু সন্দেহভাজন ব্যক্তি নিহত হয়েছে এবং এ ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কেউ ক্ষমা চায়নি অথবা নিহতের একটি পরিবারকেও ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়নি! একই সময়ে এটি উল্লেখ করা যায় যে, এই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা সরকার কর্তৃক একটি ভীতিকর পরিবেশ তৈরির অপচেষ্টার অংশ, যাকে পুঁজি করে নিপীড়নমূলক সন্ত্রাস দমন বিলটি পাশ করিয়ে নেয়া হবে, যার টার্গেট হলো মুসলিমরা!

তৃতীয়তঃ পশ্চিমাদের চাপের কারণেই এ বিল পাশ করা হয়েছে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সরকারের কারণে, যারা কেনিয়া সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস 'পেট্রিয়ট অ্যাক্ট ২০০১' পাশ করে এবং এর কারণে সেদেশে অনেক বিদেশী মুসলিমকে গ্রেফতার করা হয়। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য সরকারও পিছিয়ে নেই। সে অতি সম্প্রতি কেনিয়া সরকারকে চারটি লরি ও ৩৭টি রেডিও কল যন্ত্র প্রদান করে। যন্ত্রপাতি প্রদান করার সময় কেনিয়ায় অবস্থানরত যুক্তরাজ্যের দূত বলে যে, ভয়াবহ হুমকি হওয়ায় তার সরকার খুব শক্তিশালীভাবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এটি খুব স্পষ্ট যে, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য কেনিয়া সরকারকে এ ধরনের নির্যাতনমূলক বিলের ব্যাপারে চাপ দিচ্ছে।

চতুর্থতঃ ইসলাম ও মুসলিমদের সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত করার উদ্দেশ্যমূলক কর্মসূচীর কারণে পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম ইসলামকে রক্তপিপাসু ধর্ম হিসেবে হেয় প্রতিপন্ন করার বিশাল সুযোগ

...১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্‌, পাকিস্তান

পাকিস্তানে মার্কিন স্বার্থের পাহাড়াদার, জেনারেল কায়ানীর প্রতি *হিযবুত তাহ্‌রীর*-এর খোলা চিঠি

সত্যের অনুসারীদের প্রতি আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র হেদায়াত।

তোমার প্রতি আমরা চিঠিখানা এমন সময় পাঠাচ্ছি যখন তুমি পাকিস্তানের পূর্ব-পশ্চিম তথা সমগ্র দেশকে এক গভীর সংকটে নিপতিত করার পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছ। আর আমরা তোমাকে এমন এক সময়ে লিখেছি যখন মুসলিম উম্মাহ্‌ খিলাফতের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য বেন আলী থেকে শুরু করে বাশার আল আসাদসহ সকল অত্যাচারী শাসকদেরকে উৎখাতের আন্দোলনে নেমেছে। আমরা তোমাকে পাকিস্তানের কুফর সাম্রাজ্যবাদী শাসনের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমেরিকার পাহাড়াদার হিসেবে আখ্যায়িত করছি। যে কিনা মুসলিম উম্মাহ্‌'র সম্মতিতে বাই'আত গ্রহণ করে ক্ষমতায় আরোহন করেনি বরং সে কুফর বৈদেশিক শক্তি আমেরিকার কর্তৃত্ব ও দিক নির্দেশনায় ক্ষমতায় এসেছে। যার ফলে তুমি প্রতারণা ও ধোকাবাজীর এক চমৎকার ক্যারিয়ার গড়েছ।

আমেরিকা তোমাকে পশ্চিমাদের পদলেহনকারী দালালদের মধ্য থেকে চূড়ান্তভাবে বাছাই করার পূর্বেই তুমি দালালীপনা ও জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতায় আমেরিকার আস্থা ও প্রসংশা অর্জন করেছ এবং সেই সাথে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ক্রোধ ও অভিশাপ অর্জন করেছ। তোমার পূর্বসুরী অপর দালাল মোশাররফের সময় তুমি পাকিস্তানের মাটিতে ও সীমান্তে মার্কিন সামরিক ও গোয়েন্দা উপস্থিতি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেছ। তুমি মোশাররফকে দেশদ্রোহীতায় সহযোগিতা করেছ। এ অঞ্চলে আমেরিকার অনুপ্রবেশের পথ উন্মুক্ত করেছ, মুসলিম উম্মাহ্‌'র সম্পদকে তাদেরই স্বার্থবিরোধী কাজে অপব্যবহার করেছ। তুমি আমেরিকাকে আফগানিস্তান আক্রমণ করার সুবিধার্থে পাকিস্তানের আকাশসীমা, ভূমি ও সামরিক স্থাপনা ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছ। অতঃপর যখন আমেরিকা পাকিস্তানের উপজাতীয় সাহসী মুসলিমদের হাতে চরমভাবে পর্যদুস্ত ও অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল, তখন তুমি আই.এস.আইয়ের প্রধান হিসেবে লাল মসজিদ ও জামিয়া হাফসায় গণহত্যা চালিয়েছ যার ফল ছিল উপজাতীয় অঞ্চলে রক্ষক্ষয়ী "ফিতনার যুদ্ধের" সূচনা। সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তুমি মুসলিম উম্মাহ্‌'র শক্তিকে উম্মাহ্‌'র বিপক্ষে ব্যবহার করেছ। অথচ পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও মুজাহিদরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাফিরদের প্রতিহত করার কথা ছিল। পক্ষান্তরে তুমি হানাদার ক্রুসেডার বাহিনীকে রক্ষার জন্য হাজার হাজার মুসলিম সেনা ও নিরীহ নাগরিকদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছ। এরা সেই ক্রুসেডার বাহিনী যারা কুর'আন অবমাননা করে, শহীদদের মৃতদেহে প্রশ্রাব করে, শিশুদের হত্যা ও মুসলিম নারীদের লাঞ্ছিত করে।

আর হিন্দু শত্রুদের ক্ষেত্রে, আপনি ও মোশাররফ কাশ্মিরের মুসলিমদের জিহাদ নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে তাদেরকে বর্বর হিন্দুদের হাতে সমর্পন করেছেন। তোমরা উভয়েই মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে সাহায্য করেছ। যার ফলে ইন্ডিয়া পাকিস্তানের বেলুচিস্তান ও উপজাতীয় এলাকায় তাদের প্রভাব বিস্তার করে অস্থিতিশীলতা তেরি করেছে। আর আমেরিকা ভারতকে আফগানিস্তানে দৃঢ় অবস্থানের সুযোগ করে দিচ্ছে যেখানে ভারত তার অপকর্ম চালাবে।

অতঃপর যখন মুসলিম উম্মাহ্‌'র সম্মুখে মোশাররফের মুখোশ উন্মোচিত হতে শুরু করল তখন আমেরিকা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাদের প্রতিদ্বন্দী ব্রিটেনের সাহায্য নিতে বাধ্য হলো। তখন তুমি মোশাররফ ও পাকিস্তানের সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য এদিক সেদিক দৌড়ঝাঁপ করে বেনজির ভুট্টোর সাথে সমঝোতায় আসলে। আর যখন মোশাররফের মুখোশ পুরোপুরি খুলে পড়ল তখন মার্কিন ডেপুটি সেক্রেটারী জন নেগ্রোপন্টে তোমাকে ব্যক্তিগত ভাবে পাকিস্তানের মার্কিন দালাল শাসক হিসেবে নিয়োগ দিল এবং তোমাকে ঘন্টার পর ঘন্টা যাবৎ বিভিন্ন নির্দেশনা দিল। অতঃপর মোশাররফকে আবর্জনার স্তুপে ছুঁড়ে ফেলল যা তোমার জন্য একটি নিদর্শন যদি না তুমি এ থেকে প্রকৃত শিক্ষাটা অনুধাবন করতে পার।

তোমার এই পদন্নোতি ও ওয়াশিংটন কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য সুবিধাদির ফলে তুমি এখন তাদের উদ্দেশ্য সফলের প্রতি আরো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মোশাররফের ভূল থেকে শিক্ষা নিয়ে আমেরিকা তোমাকে গিলানি ও জারদারী নামক দুটি দালাল দিয়েছে যেন তুমি নিশ্চিন্তে মার্কিন স্বার্থ রক্ষায় সাহায্য করতে পার। এ দুটি পাকিস্তানে এমন কিছু পুঁজিবাদী কুফর নীতিমালা গ্রহণ করেছে যা মূলতঃ পাকিস্তানের মুসলিমদেরকে তাদের মৌলিক চাহিদা, তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। অথচ পাকিস্তানে পর্যাপ্ত সম্পদ বিরাজমান রয়েছে। অভাব অনটনে নিমজ্জিত থেকে তারা যেন তোমার অপরাধের বিরুদ্ধে টু শব্দও করতে না পারে এটাই তাদের লক্ষ্য। একই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আমেরিকা "ক্রিয়েটিভ কেওয়াস" নামে এক পদ্ধতি হাতে নিয়েছে, যা মূলতঃ গিলানী ও জারদারীকে পরিবর্তন করে কিংস পার্টি নামে নতুন এক মুখোশ পরানোর ষড়যন্ত্র।

কত কিই না করেছ তুমি! আমেরিকা যখন পাকিস্তানের পরিস্থিতি ঘোলাটে করার জন্য তার প্রাইভেট এজেন্সি ও রেমন্ড ডেভিসের বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে বোমা বিস্ফোরন ও গুপ্তহত্যার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছিল তুমি তখন উল্টো উপজাতীয় অঞ্চলে দমনাভিযান জোরদার কর। আমেরিকা যখন পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অ্যাবোটাবাদে আক্রমন চালাল এবং তোমার মুখোশ যখন খুলে যাচ্ছিল তুমি তখন সেনাবাহিনীর ক্ষোভকে উপশম করার জন্য দ্বারে দ্বারে দৌড়ঝাঁপ শুরু কর। অতঃপর তোমার ঘনিষ্ঠ সহযোগী মার্কিন সেনাবাহিনীর কমান্ডার মাইক মুলেনের পাকিস্তান সফরের পর তুমি নতুন করে পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর মধ্যে থেকে মার্কিনবিরোধী সাহসী কণ্ঠগুলোকে নির্মুল করার অভিযানে নাম। আর যখন আমেরিকা ও ন্যাটো বাহিনী পাকিস্তানের সালালা চেকপোষ্টে বর্বোরোচিত হামলা চালাল যার ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে ক্ষোভ ও উত্তেজনা

বৃদ্ধি পেল তুমি তখন এ ক্ষোভ নিবৃত্ত করার মানসে ন্যাটোকে রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দিলে। কিন্তু তা ছিল মূলতঃ তোমার পতনুখ মুখোশটি ধরে রাখার অপপ্রয়াস মাত্র। তারপর তুমি আবার পার্লামেন্টের ভিতর এক নাটক সাজিয়ে ন্যাটো রসদ সরবরাহ পুনরায় চালু করার তোড়জোর শুরু করলে।

যাই হোক, আমরা তোমাকে এটা নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, তোমার দালালিপনার মুখোশ আজ এমন এক অবস্থায় এসে পড়েছে যে, তোমার ঘনিষ্ঠজনরাও তোমাকে প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করেছে। আর যারা তোমাকে মৌখিক সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে তারাও অচিরে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করবে। ঠিক মোশাররফফের শেষ দিনগুলোর মতই তুমিও প্রভুদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে নিজেকে রক্ষার এক ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছ।

পাকিস্তানের উপজাতীয় অঞ্চলে ভারতের প্রভাব বৃদ্ধির আশংকার অজুহাত দাঁড় করিয়ে তুমি মার্কিনীদের স্বার্থে সেখানে সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণ করেছ, অথচ তুমি এখন সেই ভারতের কাছেই পাকিস্তানকে নতজানু করতে চাও। তুমি শত সহস্র শহীদ জাওয়ানদের বুকের উপর দাঁড়িয়ে তোমার প্রভুদের সুরের প্রতিধ্বনিতে ভারতের সাথে সমঝোতার কথা বলছ এবং পাকিস্তানের বুকচিরে ভারতকে মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার মুসলিম ভুখন্ডের উপর আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ করে দিচ্ছ। তুমি জান যে, এই মৌলবাদী হিন্দু রাষ্ট্রটি শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের স্বার্থ ছাড়া মুসলিম, শিখ নির্বিশেষে সকলের উপর অন্যায়, অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। তুমি পাকিস্তানী মুসলিমদের আরেক ভয়াবহ বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। তুমি জান যে, শুধুমাত্র ইসলামের অধীনেই এই উপমহাদেশ শান্তি ও সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছেছিল যা তৎকালীন বিশ্বের জন্য ঈর্ষার বিষয় ছিল। তা সত্ত্বেও তুমি এই বেপরোয়া বোকামির সিদ্ধান্ত নিয়েছ কারণ তোমার প্রভু আমেরিকা চাচ্ছে পাকিস্তানকে ভারতের নিকট নতজানু করতে যাতে সে ভারতের মাধ্যমে এ অঞ্চলে চীনের আধিপত্য মোকাবেলা করতে পারে।

তুমি আফগানিস্তানে মার্কিন দখলদারিত্ব টিকিয়ে রাখতে তাদের জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ করেছ যদিও তুমি উম্মাহ্'র সম্মুখে আমেরিকার প্রতি সহযোগিতা প্রত্যাহারের এক নাটক করেছ। আর আমেরিকার এ যুদ্ধকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে উত্তর ওয়াজিরিস্তান, করাচী, মুলতানসহ আরো সম্প্রসারিত করতে তুমি যথেষ্ঠ প্রচেষ্টা চালাচ্ছ। ISAF কমান্ডার ও মার্কিন জেঃ জন এলেনসহ অন্যান্যদের সাথে নিয়ে তুমি নির্লজ্জভাবে এ ষড়যন্ত্র করেছ, যাদের হাতে সালালা চেকপোষ্টের মুসলিম সেনাদের তাজা রক্ত লেগে আছে।

তুমি তোমার প্রতারণা ও দেশদ্রোহীতার ক্যারিয়ারে নতুন এ অধ্যায়ের সূচনা করতে গিয়ে যখন বুঝতে পারলে যে, মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য অত্যাচারী শাসকদের মত বন্দুকের নল তোমার দিকেও ঘুরতে শুরু করেছে তখন তুমি নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসারদের দমন করার পাশাপাশি মার্কিন দখলদারিত্ব ও দালালিপনার বিরুদ্ধে সোচ্ছার সাহসী কণ্ঠগুলো রোধ করতে দমন অভিযানে নামলে। তুমি ***হিযবুত তাহ্‌রীর***-এর সেই সব রাজনৈতিক কর্মীদেরকে হয়রানি, গ্রেফতার, গুম, পাশবিক নির্যাতনের হীন পথ অবলম্বন করেছ যারা ক্রমাগতভাবে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, তাঁর রাসূল (সাঃ) ও মুমিনদের বিরুদ্ধে পরিচালিত তোমার সকল অপকর্ম জনসম্মুখে উন্মোচন করে আসছে। সুতরাং, তুমি সেনাঅফিসারদেরকে খিলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ***হিযবুত তাহ্‌রীর***-কে নুসরাহ্ প্রদানের পথ না করে দিয়ে, বরং উল্টো ক্রুসেডার মার্কিনীদের সাথে হাত মিলিয়েছ, যাদের সমস্ত ভয় এখন খিলাফত রাষ্ট্রকে ঘিরে, যাকে তারা পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে বেশী ভয় পায়, সুতরাং, তোমার এই ক্রুসেড মুসলিমদের বিরুদ্ধে, মুসলিম সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে, ইসলামী রাষ্ট্র-খিলাফত প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে, মুসলিমদের সংগঠন-***হিযবুত তাহ্‌রীর***-এর বিরুদ্ধে।

আর জেনারেল, যে পাকিস্তান সমৃদ্ধ ও গৌরাবান্বিত ছিল তার পর্যাপ্ত সম্পদ, ধর্মপ্রান মুসলিম জনগণ, শক্তিশালী সেনাবাহিনী ও সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীন ইসলামর জন্য, শুধু তুমিই আজ সেই পাকিস্তানের এই লাঞ্চনাদায়ক অবস্থার জন্য দায়ী। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র অনুগ্রহকে কুফরীতে পরিণত করেছে এবং তাদের জনগণকে তারা এক ধ্বংসের আবাসস্থল উপহার দিয়েছে। তারাই জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে, আর তা অতি নিকৃষ্ট আবাসস্থল।" **[সূরা ইবরাহীম : ২৮-২৯]**

পরিশেষে আমরা তোমার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যে, তুমি এতদিন যে সকল অপকর্ম ও বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছ তার জন্য অনুতপ্ত হয়ে অনুশোচনা কর এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নিকট তোমার এ হীন কাজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। তোমার কৃত পাপের প্রায়চিত্তের শুধু একটি পথই উন্মুক্ত আছে, তা হলো তুমি একনিষ্ঠ ও যোগ্য উত্তরাধিকারীর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর কর। আর যদি তুমি তা না কর, অতিসত্ত্বর যখন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ইচ্ছায় খিলাফত প্রতিষ্ঠা হবে তখন তুমি উম্মাহ্'র হাতে শোচনীয়ভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাক। আর তোমার জন্য জাহান্নামের যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি তো প্রস্তুত রয়েছেই । আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

...১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

... ১৬ পৃষ্ঠার পর থেকে

সন্ত্রাস দমন আইন মুসলিমদের নিপীড়নের একটি কৌশল...

পাচ্ছে। এহেন ন্যাক্কারজনক উপস্থাপন ইসলামের সত্য বিষয় ও এর বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক। ইসলাম অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বলপ্রদান পূর্বক যেকোন হিংসাত্নক কর্মকান্ডকে সন্দেহাতীতভাবে নিষিদ্ধ করেছে। বিস্ময়করভাবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মেকি যুদ্ধের ধ্বজাধারী যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সরকার মুসলিম ভূমি আক্রমণ ও জবরদখল করে রেখেছে, যেমন: ইরাক ও আফগানিস্তানে হাজার হাজার মুসলিমের রক্তপাত ঘটাচ্ছে, যাকে তারা 'স্বাধীনতা' নামে অভিহিত করছে! ইতোমধ্যে কেনিয়াতে রাজনীতিবিদদের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক অবৈধ অস্ত্রধারী গোষ্ঠী রয়েছে যাদেরকে সন্ত্রাসী সংগঠন বলা হয় না। সাধারণ মুসলিমদেরকে একটি শব্দও বলার সুযোগ না দিয়ে 'সন্ত্রাসী' লেবেল এটে দেয়া হচ্ছে।

ইসলামিক রাজনৈতিক দল ***হিযবুত তাহ্‌রীর*** পুরনো উপনিবেশিক শক্তি (যুক্তরাজ্য) দ্বারা মদদপুষ্ট নতুন উপনিবেশিক শক্তি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) কর্তৃক সৃষ্ট সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধকে তাদের উদ্বেগ ও ভয়ের স্পষ্ট লক্ষণ হিসেবে দেখতে পাচ্ছে; উপনিবেশিক শক্তিরা ইসলামিক খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য ইসলামের উত্থানকে প্রতিহত করতে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সৃষ্টি করেছে। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দারিদ্রতার উচ্চহার, একটির পর একটি পশ্চিমা দেশে অর্থনেতিক মন্দার প্রাদুর্ভাব এবং বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে সামাজিক দুর্বৃত্তায়নের বিস্তৃতির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের পতনের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুতরাং, সব মুসলিমকে এ বিষয়টি অনুধাবন করতে হবে যে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তারাই লক্ষ্য, কেননা তারা এমন একটি সত্যিকারের আদর্শিক সমাধান বহন করে যা বিশ্ব মানবতাকে মুক্তি দিতে সক্ষম। এ বাস্তবতা এখন সুস্পষ্ট এবং চাক্ষুস্মান যে কেউ তা দেখতে পারে।

কেনিয়ার মুসলিমদেরকে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানো ও সব ধরনের বৈধ উপকরণ ব্যবহার করে এ বিলের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে আমরা শেষ করতে চাই ও তাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, শক্তিশালী আল্লাহ্ তাদের সৎ কাজসমূহ ভুলে যাবেন না।

শাবানী মুয়ালিমু, মিডিয়া প্রতিনিধি
হিযবুত তাহরীর, পূর্ব আফ্রিকা
৫ শাবান, ১৪৩৩ হিজরী
২৫ জুন, ২০১২

... ২০ পৃষ্ঠার পর থেকে

মিসেস্ নাভিদ বাট এর পক্ষ থেকে...

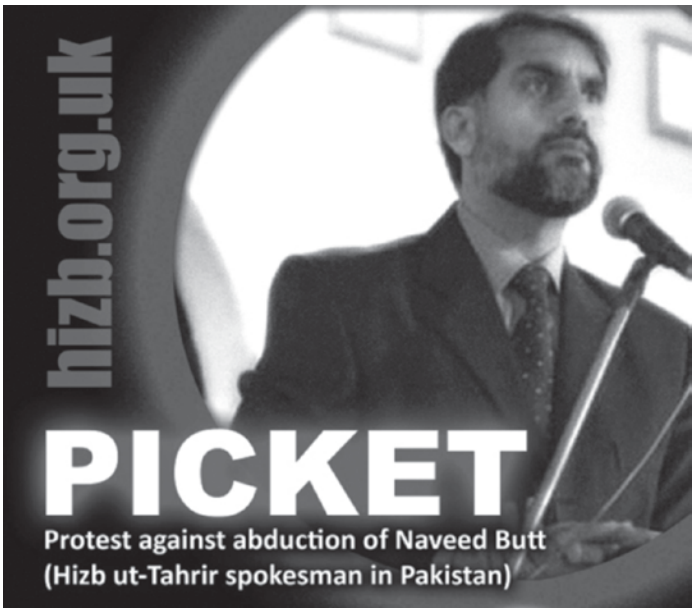

হিযবুত তাহ্‌রীর-কে নিষিদ্ধ করে। বস্তুতঃ এমন কোন মুসলিম কী আছে যে আলাদা আলাদা ৫৭ টি রাষ্ট্র-এর পরিবর্তে এক খলিফার নেতৃত্বে পরিচালিত খিলাফত রাষ্ট্র চায় না! এই ব্যাপক জনপ্রিয়তার ভয়ে আমেরিকার নির্দেশে ***হিযবুত তাহ্‌রীর***-কে নিষিদ্ধ করা হয়। এরপর গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ***হিযবুত তাহ্‌রীর***-এর সদস্যদের বিরুদ্ধে হয়রানি, গ্রেফতার এবং অপহরণের এক নিষ্ঠুর অভিযান শুরু করে। তারা আমার স্বামীকে বিভিন্ন সময়ে অপহরণের চেষ্টা করেছিলো কিন্তু আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে রক্ষা করেন এবং এমনকি নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বেই আমরা অবৈধ অপহরণের ভয়ে শঙ্কিত ছিলাম। তথাকথিত ইসলামিক দেশে তথাকথিত ইসলামিক সংস্থাগুলো থেকে তাকে ভয় দেখানো হচ্ছিলো। যদিও তাদের প্রকৃত দায়িত্ব হওয়া উচিৎ ছিল ইসলামের শত্রুদের হাত থেকে মুসলিমদেরকে রক্ষা করা এবং মুসলিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এখন এই প্রতিষ্ঠানগুলো তোমাদের মত আমেরিকান পুতুল শাসকদের ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তাই তারা নিষ্ঠাবান মুসলিমদের উপর নজরদারী ও গ্রেফতার এবং অপহরণ শুরু করেছে শুধুমাত্র এই কারণে যে, তারা পুরো পাকিস্তানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যে পাকিস্তান ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এই সকল মুসলিমদের একমাত্র অপরাধ এই যে, তারা ইসলামের কথা বলে, তারা প্রচার করে যে আল্লাহ্'র জমিনে আল্লাহ্'র মনোনিত জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে এবং সংগ্রাম করছে এই জন্য যেন ইসলাম একটি শক্তিশালী আদর্শ হিসাবে সমগ্র বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়।

হে আমেরিকার কাছে বিক্রিত দাসেরা!

তোমরা কি মনে কর যে, এই ধরনের অসম্মানিত এবং কাপুরুষের মত কাজসমূহ খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজকে বন্ধ করবে? অথবা আমাদেরকে ভয় দেখিয়ে তোমরা আমাদেরকে এই কাজ থেকে দূরে রাখতে পারবে? আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র কসম নিয়ে তোমাদেরকে জানাচ্ছি যেভাবে রাসূল (সাঃ) কুরাইশ প্রধানদেরকে বলেছিলেন যে, **"যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয় এজন্য যে, আমি এই কাজ (ইসলাম প্রতিষ্ঠা) থেকে বিরত থাকি তবু আমি তা করবো না।"** সুতরাং হে বিশ্বাসঘাতক এবং দ্বীনের শত্রুরা, তোমাদের যা খুশি তাই কর! আমেরিকা, ব্রিটেন এবং ইউরোপ থেকে তলব কর তোমাদের সকল সেনাবাহিনী, মিত্র এবং প্রভুদের এবং যুদ্ধ কর আল্লাহ্ ও আল্লাহ্'র সৈনিকদের সাথে। বল! তোমরা কি নিজেদেরকে এ যুদ্ধে জয়ী হিসেবে দেখতে পাও?

তাই একজন নাভিদ বাটকে অপহরণ করে তোমরা কি সাফল্য পেয়েছ? তোমরা কি মনে কর যে, খিলাফত প্রতিষ্ঠার দাওয়াত বন্ধ হয়েছে? তোমরা তোমাদের প্রভু আমেরিকার কাছ থেকে বাহবা পাওয়ার জন্য একজন দুর্বল (শারিরিকভাবে) এবং অসুস্থ লোককে গ্রেফতারের জন্য ৮-১০ জন গোয়েন্দা পুলিশ পাঠিয়েছ এবং কোর্ট বা আইনের তোয়াক্কা না করে তাকে কোন এক গোপন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছ। সুতরাং তোমাদের সরকারের এই আইন-কানুন আসলে জঙ্গলের আইন-কানুন!

হে গোয়েন্দা কর্মকর্তারা! আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'কে ভয় কর, লজ্জায় মৃত্যুবরণ করো এই কারণে যে তোমরা ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষা করার জন্য কাজ করছো না, তোমরা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছো এবং তোমরা আমাদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট শত্রুদের হয়ে কাজ করছো। কায়ানী, জারদারী ও গিলানীর হাত আজকে আফগানিস্তান, উপজাতী এলাকা সমূহ এবং সমগ্র পাকিস্তানের নিষ্পাপ মুসলিমদের রক্তে রঞ্জিত। তোমরা মনে কর যে, তোমরা তোমাদের রিযিকের নিরাপত্তা নিচ্ছ তাদেরকে আনুগত্য করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তোমরা নিজেদের এবং নিজেদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ পদদলিত করছো, কারণ এই দেশই যদি না থাকে, তাহলে কোথা থেকে রিযিকের সন্ধান করবে? এবং সেই জীবনের জন্য তোমরা তোমাদের সুযোগকে নিঃশেষ করছো যে জীবন শাশ্বত এবং অন্তঃহীন, বিন্দু পরিমান হলেও আল্লাহ্'কে ভয় কর। কারণ তোমরা মুসলিম, কাফির নও এবং তাই কার প্রতি তোমাদের আনুগত্য থাকা উচিৎ, ইসলাম না কুফর? কায়ানী, গিলানী ও জারদারী নাকি ***হিযবুত তাহ্‌রীর*** ও মুসলিমদের প্রতি? যদি তোমরা সকলে তাদের শাসনব্যবস্থাকে ছুঁড়ে ফেল তাহলে তাদের শাসনব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়বে। কারণ তাদের শাসনব্যবস্থা তোমাদের মত লোকদের উপর নির্ভর করে টিকে আছে। এবং যদি তোমরা তাদেরকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ কর তবে এই জীবনে সাফল্য লাভ করবে এবং পরকালে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র পক্ষ থেকে পুরস্কৃত হবে।

হে কায়ানী, গিলানী এবং জারদারী!

হাবিবুল্লাহ সেলিম এবং আমার স্বামীকে অতিসত্বর মুক্তি দাও! যদি তোমরা তাদের বন্দিদশাকে আরো দীর্ঘায়িত করো তবে এই অপরাধের জন্য তোমাদের শাস্তি আসন্ন এবং তোমরা অবশ্যই জেনে রাখো যে, তোমাদের প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য খিলাফত কঠিন জবাবদিহীতার সম্মূখীন করবে এবং আল্লাহ্'র ইচ্ছায় এটি খুব শীঘ্রই ঘটবে, সুতরাং এখনই আত্মসমর্পণ কর এবং অপরাধীদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে সতর্ক হও!

মিসেস্ নাভিদ বাট, *হিযবুত তাহ্‌রীর*, পাকিস্তান-এর মুখপাত্রের স্ত্রী
২৪ জমাদিউস সানি ১৪৩৩ হিজরী
১৫ ই মে, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

... ১৮ পৃষ্ঠার পর থেকে

পাকিস্তানে মার্কিন স্বার্থের পাহাড়াদার...

"আপনি ভাববেন না যে, যালিমরা যা করেছে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবগত নন। বরং আল্লাহ্ তাদেরকে সেইদিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছেন যেদিন চোখ গুলো ভীত সন্ত্রস্ত্র হয়ে উঠবে। তারা মাথা উপরে তুলে ভীত-বিহ্বল হয়ে ছুটাছুটি করবে। তাদের দৃষ্টি নিজেদের দিকে ফিরে আসবে না এবং তাদের অন্তর শুন্য হয়ে যাবে। **[সূরা ইবরাহিম- ৪২, ৪৩]**

***হিযবুত তাহ্‌রীর*, উলাই'য়াহ্, পাকিস্তান**
২৭ জুমাদিউস সানি, ১৪৩৩ হিজরী
১৮ই মে, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি: প্রসঙ্গ - সিরিয়ার সাধারণ জনগণ,নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে শাসকগোষ্ঠীর নির্মম নির্যাতন ও হত্যা

শিশুদের প্রতিবাদ: "কী ছিল তাদের অপরাধ?"

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ জর্ডানের আয়োজনে শত শত নারী ও শিশু আজ সিরিয়া দূতাবাসের সামনে কসাই আসাদ ও সিরীয় শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। সিরিয়ার সাধারণ জনগণ, নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে শাসকগোষ্ঠীর নির্মম নিপীড়নের প্রতিবাদে তাদের স্লোগাণ ছিল "কী ছিল তাদের অপরাধ?"

শিশুদের হাতে কালো পতাকা উড়ছিল। তারা নিহত শিশুদের মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতীকী দৃশ্য তুলে ধরেছিল এবং সাথে ছিল আসাদগোষ্ঠী কর্তৃক নির্যাতিত ও নিহত সিরীয় শিশুদের ছবি। সিরীয় শাসকগোষ্ঠীকে প্রত্যাখ্যান এবং নারী ও শিশুদের সমর্থনে বেশ কিছু তরুণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন ও স্লোগাণ তুলেন, "সিরীয় শিশুরা হচ্ছে বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ এবং এর প্রতি সমর্থনের প্রতীক", "সিরীয় শিশুরা তোমাদের আহ্বান করছে, তোমরা কি এতে সাড়া দেবে?", "শহীদ হওয়ার পূর্বেই আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন আমার বাবা", "খিলাফতই হচ্ছে রক্ষাকবচ", "আমাদের রক্ত চাইলে পান করতে পারো, যদি ইসলাম পুনরুদ্ধারের কাজে লাগে তা বৃথা হবে না" ইত্যাদি। রক্তে রঞ্জিত মৃতের পোশাক পরিহিত শিশুরা তাদের সিরীয় সমবয়সীদের উপর চলমান জুলুম রূপায়ন করে দেখায় এবং নবজাতকের প্রতীকী মৃত-পুতুল সিরীয় দূতাবাসের সামনে রেখে দেয়। সিরীয় দূতাবাস কর্তৃক লাউডস্পিকারের

মাধ্যমে কর্মসূচিকে বাধাগ্রস্থ করার অপচেষ্টা চালানো হয়।

সাংবাদিকরা উপস্থিত হয়ে, ***হিযবুত তাহ্‌রীর***, উলাইয়াহ জর্ডানের মিডিয়া অফিস প্রধান মাহমুদ ক্বেতেইসাত ও বেশ কিছু নারী-শিশুর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।

***হিযবুত তাহ্‌রীর*-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্, জর্ডান**
২১ জুমাদিউস্ সানি, ১৪৩৩ হিজরী
১২ই মে, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

***হিযবুত তাহ্‌রীর*, পাকিস্তানের মুখপাত্র নাভিদ বাটকে গুম করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ**

হিযবুত তাহ্‌রীর, পাকিস্তান-এর মুখপাত্রের স্ত্রী মিসেস্ নাভিদ বাট এর পক্ষ থেকে কায়ানী, গিলানী, জারদারী এবং সকল আমেরিকান পুতুল শাসকদের প্রতি খোলা চিঠি

নাভিদ বাট-এর অন্যায় গ্রেফতারের প্রতিবাদে তার পরিবারের পক্ষ থেকে আয়োজিত প্রতিবাদ (ইনসেটে তার স্ত্রী সাদিয়া রাহাত)

হে আমেরিকার দাসেরা!

তোমরা সবাই খুব ভালোভাবে জানো যে, গত ১১ই মে ২০১২, রোজ শুক্রবার, দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে ***হিযবুত তাহ্‌রীর***, পাকিস্তান-এর মুখপাত্র, আমার স্বামী নাভিদ বাট তার সন্তানদেরকে স্কুল থেকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলো। আমাদের প্রতিবেশীদের একজনের স্বাক্ষ্যমতে ঠিক যখন সে (নাভিদ বাট) বাড়ির গেটে পৌঁছায় তখন ৮-১০ জন গোয়েন্দা কর্মকর্তা তাকে গ্রেফতার করে এবং তাদের আই.এস.আই সুজুকি ভ্যানে তুলে নিয়ে যায়। তার (প্রতিবেশী) ভাষ্যমতে সে ৮-১০ জন কালো প্যান্ট এবং 'সিকিউরিটি' লেখা খচিত টি-শার্ট পরিহিত লোক এবং কতিপয় সাদা পাজামা-পাঞ্জাবী পরিহিত সাদা পোশাকধারী গোয়েন্দা পুলিশদের নাভিদ বাটের আসার পথে পার্ক করা গাড়ীগুলো থেকে নামতে দেখেছিল। এই ঘটনার পর আমার বাচ্চারা খুব ভয় পেয়ে যায় এবং তারা কাঁদতে কাঁদতে বাসায় ফিরে আসে। আমার এক ছেলের বয়স ১০ বছর, অন্য ছেলের ৯ বছর এবং মেয়ের বয়স মাত্র ৬, আর আমার ছোট ছেলের বয়স ২ বছর, যে বাসায় থাকে।

তোমরা সবাই ভালোভাবে অবগত কি অপরাধের কারণে আমার স্বামীকে গুম করা হয়েছে এবং কেন তোমাদের প্রভু আমেরিকা এটাকে অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। আমার স্বামীর অপরাধ হলো সে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ইসলামিক দল ***হিযবুত তাহ্‌রীর***, পাকিস্তান-এর মুখপাত্র, যে দলটি খিলাফাহ্ রাশেদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে, যেন ইসলামিক জীবনব্যবস্থা ফিরে আসে। সাধারণ জনগণ এবং সমাজের প্রভাবশালীদের মধ্যে ***হিযবুত তাহ্‌রীর*-এর** গ্রহণযোগ্যতা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ২০০৩ সালে মোশাররফ

...১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

“তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন, যেরূপ তাদের পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা শুধু আমারই বন্দেগী করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। অতঃপর যারা কুফরী করবে তারাই আসলে ফাসেক।” [সূরা আন-নূর : ৫৫]

“তোমাদের মধ্যে নবুয়্যত থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তারপর আল্লাহ্ তার সমাপ্তি ঘটাবেন। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে নবুয়্যতের আদলে খিলাফত। তা তোমাদের মধ্যে থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, অতঃপর তিনি তারও সমাপ্তি ঘটাবেন। তারপর আসবে যন্ত্রণাদায়ক বংশের শাসন, তা থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। এক সময় আল্লাহ্’র ইচ্ছায় এরও অবসান ঘটবে। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে জুলুমের শাসন এবং তা তোমাদের উপর থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। তারপর তিনি তা অপসারণ করবেন। তারপর আবার ফিরে আসবে খিলাফত – নবুয়্যতের আদলে।” *(মুসনাদে আহমদ, খন্ড ৪, হাদীস নং-১৮৫৯৬)*